চেতনায় মুজিব

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

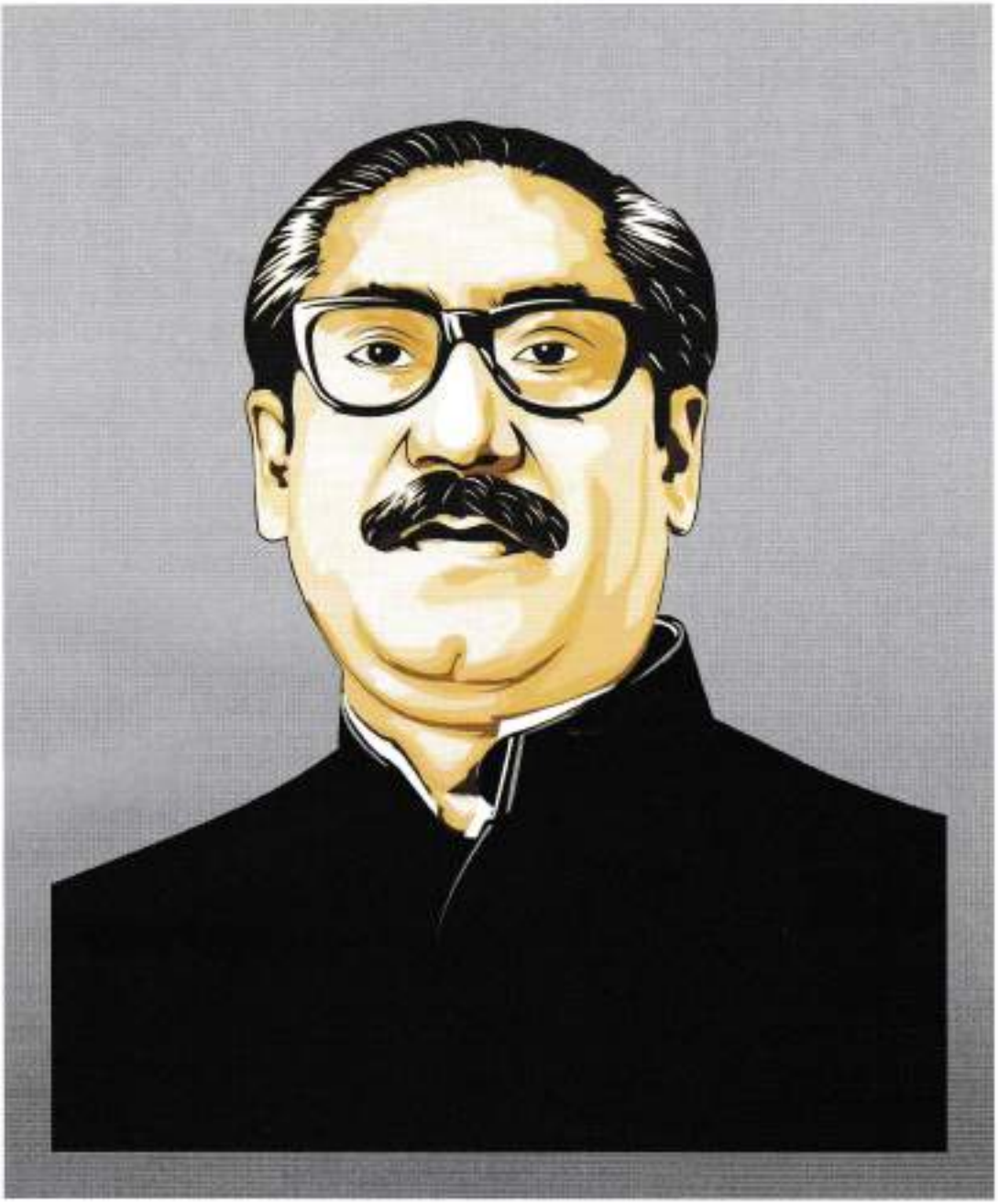

সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি।
আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারবো না

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মের শততম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সরকার এ সালকে **'মুজিববর্ষ'** হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং দেশজুড়ে বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এ মহতি উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

দু'শো বছর ব্রিটিশের অত্যাচার, অতঃপর পাকিস্তানি হানাদার। পরের গোলামী কত আর সহ্য করা যায়! এ কালিমা দূর হতে পারে কেবল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যের আভায়। কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে চাই সশস্ত্র সংগ্রাম, চাই নির্ভিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। এমন নেতৃত্বের প্রতিক্ষায় বাঙালি জাতিকে কাটাতে হয়েছে সুদীর্ঘ সময়। অবশেষে প্রতিক্ষার প্রহর কাটে; বাঙালি জাতির জীবনে ধরা দেয় সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আজ থেকে শতবছর পূর্বে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার কিংবদন্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর হাত ধরে বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখে; স্বপ্ন দেখে স্বাধীনভাবে বাঁচার।

শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ। রাজনৈতিক চেতনা রক্তে ধারণ করেই তিনি জন্ম নিয়েছেন। সৃষ্টিগতভাবেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল নেতৃত্ব প্রদানের সকল গুণাবলি। বঙ্গবন্ধুর বাল্যকাল কাটে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। সেখানে খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন জমিদার, তালুকদার এবং মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা নিপীড়ন। তৎকালীন সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করতে শিখিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজীবন বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে লড়াই করেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। তাঁর সীমাহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি কাঙ্খিত স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দাশ্রু মুছে যাবার আগেই আমরা হারিয়ে ফেলি তাঁকে। ওত পেতে থাকা হায়েনার দল বাঙালি জাতিকে নেতা শূন্য করতে, বাংলাদেশের জয়যাত্রাকে থামিয়ে দিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কাল রাতে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে! ঘাতকের দল জানে না, বঙ্গবন্ধুদের মৃত্যু নেই; তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকে গণমানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায়।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়নের লক্ষ্যে তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত মুজিববর্ষে আমাদের সকলের অঙ্গিকার হোক; জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সকল দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া। তবেই তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে।

আমি মুজিববর্ষে আয়োজিত দেশব্যাপী সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মের মাস। মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মাস। মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাস। তার সাথে এ বছর ভিন্ন মাত্রা হিসেবে যোগ হয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ২০২০ সালের মার্চ মাস বাঙালি জাতির জীবনে খুবই অর্থবহ একটি মাস। এ মহান মাসে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পাকিস্তানি শাসকের নির্মম শোষণে জর্জরিত দিশেহারা বাঙালি যখন বাঁচার তাগিদে ঘড়কুটো ধরে দুঃখের সাগরে ভাসছিল; ঠিক তখনই মুক্তির দূত হয়ে হাজির হন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জন্মের শততম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে এবং বছরব্যাপী দেশ-বিদেশে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এ মহতি উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক চেতনা রক্তে ধারণ করা, মানুষের ভালবাসার পাগল এ মানুষটি তাঁর গোটা জীবন উৎসর্গ করে দেন বাংলার গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। সীমাহীন আত্মত্যাগের কারণে বঙ্গবন্ধু আজ বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির প্রেরণা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার সংকল্প, উদার রাজনৈতিক দর্শন ও সুনিপুণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারি ভাবনার প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মমহিমা দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন; বিনিময়ে ইতিহাস তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার জননী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশ গড়ার অঙ্গিকার ও অগ্রযাত্রা পিতা-কন্যার সম্পর্ককে ব্যক্তিগত পরিধি ছাড়িয়ে বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে যোগ করেছে এক অনন্য মাত্রা।

বঙ্গবন্ধু আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর কর্ম ও আদর্শ বাঙালি জাতির হৃদয়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল। জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গিকার হোক; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তবেই তাঁর আত্মত্যাগ স্বার্থকতা পাবে।

আমি মুজিববর্ষে দেশ ও বিদেশে আয়োজিত সকল কর্মসূচির স্বার্থকতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মির্জা আজম, এমপি)

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করে বিশাল পরিসরে উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়েছে। শুধু বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে নয়, বছরব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনে মুজিববর্ষ উদযাপিত হবে বিশ্বের ১৯৩টি দেশে। সর্বোপরি, ইউনেস্কো এ আয়োজনে যুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন আরও ব্যাপক পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবদরদী মানুষ। দেশের মানুষের জন্য তার কোমল হৃদয়ে ছিল অসীম ভালোবাসা, যে ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন অগণিত মানুষ। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা, ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব আর অকুতোভয় নেতৃত্বের জন্য তাঁকে তুলনা করা হয়েছে হিমালয়ের সাথে। বাঙালি জাতির মুক্তির কান্ডারী হয়ে তিনি জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছেলেন, শিখিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে বাঁচতে। তাইতো ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" শুধু তাই নয়, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া 'জয় বাংলা' স্লোগান মুক্তিকামী জনগণকে তাদের মুক্তির সংগ্রামে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন ক্ষুধা-দারিদ্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের এক রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত। স্বপ্নের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, আধুনিক সড়ক ব্যবস্থাপনা, জলপথে আধুনিক সাবমেরিন, বিশাল সমুদ্রসীমা জয়, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ স্থাপনসহ উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার প্রতিফলন ঘটেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়নের ধারাকে আরো গতিশীল করা হয়েছে। তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকার অদূরে আধুনিক 'তাঁতপল্লি' স্থাপন করা হচ্ছে; বস্ত্র শিল্পের সোনালি ঐতিহ্য 'ঢাকাই মসলিন' পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে তাঁত বোর্ড সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং দেশব্যাপী তাঁতশিল্পী ও তাঁতি উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলতি মূলধন হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়েছে।

পরিশেষে, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক স্যুভেনির প্রকাশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন স্তরের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী স্যুভেনির প্রকাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(লোকমান হোসেন মিয়া)

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদা তথা-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মধ্যে বস্ত্রের স্থান দ্বিতীয়। দেশের বস্ত্রের চাহিদা-যোগানের সাথে জড়িত রয়েছে দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী। স্মরণাতীত কাল থেকে তাঁতে কাপড় বুনে দেশের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করছে এ দেশের তাঁতি সম্প্রদায়। বাংলার উৎপাদিত মসলিন ছিল এক সময় বিশ্ব সমাদৃত। আবহমান কাল থেকে এ দেশে তাঁত, তাঁতি এবং তাঁতের কাপড়ের রয়েছে সোনালি ঐতিহ্য। যা বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে উৎপাদিত কাপড় যেখানে বিশ্ব নন্দিত, যাদের শ্রম আর ঘামে দেশের অর্থনীতি চালিত, যাদের নিপুণ কারুকার্যে শোভিত দেশের সংস্কৃতি, যাদের তৈরি ভূষণে পরিচিত বাঙালি তারাই আমাদের চিরচেনা তাঁত শিল্পী।

এ দেশের মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়, সকল অন্যায় বঞ্চনা, নিপীড়নমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ, শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের যথাযথ মূল্য প্রদান, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রথম লগ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবিকার সুযোগ করে দেয়ার প্রথম পদক্ষেপে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের তাঁতি সম্প্রদায়ের বিষয়টি অতি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেছিলেন বলেই সে সময় তিনি সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে সুতা, রং ও রসায়ন প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) উপর প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালের ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাল রাতে ঘাতকের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর হত্যার মধ্য দিয়ে সকল স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে।

দীর্ঘ সময় পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রান্তিক তাঁতিদের পুজি সংকট নিরসন, মহাজনের কবল থেকে তাঁতিদের মুক্তি, তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর শ্রম কাজে লাগানোর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, তাঁতিদের জন্য শুল্কমুক্তভাবে সুতা রং ও রাসায়নিক আমদানির সুযোগ প্রদান, বিটিএমসির মিলে উৎপাদিত সুতা মিল রেটে মিল গেট থেকে তাঁতিদের সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন এবং মসলিনের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেন।

আসুন, আর থেমে থাকার সুযোগ নেই। সময় এসেছে এগোবার, সুযোগ এসেছে মেধা আর মননকে কাজে লাগাবার, সময় এসেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুগের সাথে পথ চলার, উন্নয়নের মহিসোপানে নারী-পুরুষ মিলে দাঁড়াবার। আসুন, আমরা যে যেখানে আছি সকলে মিলে মুজিবের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিই।

পরিশেষে, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে স্যুভেনির প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ শাহ আলম)

মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ হলো "মুজিববর্ষ"। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত এ বর্ষ উদযাপন করা হবে। আমাদের জাতির পিতার জন্ম বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। অপরদিকে ২০২১ সালে ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকীতে পদার্পণ করবে। কাজেই আমাদের জন্য মুজিববর্ষ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ শাহ আলম মহোদয় মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্যুভেনির প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছেন। এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নিজের জীবনের সব আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বারবার মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি মোট ৪ হাজার ৬৮২ দিন ছিলেন কারাগারে। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনি এদেশের মানুষের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যার জন্য আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। সে মানুষটির জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে লেখা একদিকে যেমন আনন্দের অন্যদিকে বেদনার। কেননা এদেশেরই কতিপয় বিপথগামী মানুষ দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে স্ব-পরিবারে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা এবং তাঁতিগণ হয়ত কোন দিনও লিখেন নি; তাঁরাও আজ লিখেছেন। আবার হয়ত কোথাও কোনদিন কারও কোন লেখা প্রকাশও হয়নি; তাঁরাও লিখেছেন; তাঁদের ভাবনা চিন্তাগুলো গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেছে। কাজেই লেখাগুলোতে ভুলত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। পাঠকদের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভুল-ত্রুটি মার্জনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে স্যুভেনিরটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে। বোর্ডের সচিব, জনাব মোঃ আহসান হাবিব মহোদয় স্যুভেনির প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। স্যুভেনির কমিটির সদস্যগণ বিশেষ করে সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ) জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব রাজীব চন্দ্র দাস এবং জনাব মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়াসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনিটি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি এবং এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আইয়ুব আলী)

প্রধান উপদেষ্টাঃ
মোঃ শাহ্ আলম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

উপদেষ্টাঃ
০১। কাজী মনোয়ার হোসেন
সদস্য (এসএন্ডএম) (অতিরিক্ত সচিব), বাতাঁবো, ঢাকা।

০২। এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী
সদস্য (অর্থ), বাতাঁবো, ঢাকা।

০৩। গাজী মোঃ রেজাউল করিম
সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), বাতাঁবো, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
মোঃ আহ্সান হাবিব
সচিব, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদঃ
০১। মোঃ আহ্সান হাবিব
সচিব, বাতাঁবো ও আহ্বায়ক, স্যুভেনির কমিটি

০২। মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) ও সদস্য সচিব, স্যুভেনির কমিটি

০৩। মোঃ মতিউর রহমান
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)

০৪। রাজীব চন্দ্র দাস
মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাতাঁবো, ঢাকা ও সদস্য, স্যুভেনির কমিটি

০৫। মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া
সদস্য (পবা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী ও সদস্য, স্যুভেনির কমিটি

কম্পিউটার কম্পোজঃ
মোছাঃ ফারহানা আক্তার,
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার-মুদ্রাক্ষরিক

ডিজাইন ও মুদ্রণঃ
চৌধুরী প্রিন্টিং নেটওয়ার্ক
৫৩, পুরানা পল্টন, বায়তুল আবেদ টাওয়ার, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকালঃ
১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ

প্রকাশনায়ঃ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
www.bhb.gov.bd

মুজিববর্ষ-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্যুভেনির প্রকাশ সংক্রান্ত কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
০১	মোঃ আহসান হাবিব সচিব, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	আহ্বায়ক
০২	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মতিয়ার রহমান অধ্যক্ষ, বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদী	সদস্য
০৩	সুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান হিসাবরক্ষক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৪	কামনাশীষ দাস মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৫	আব্দুল করিম সহকারী-ব্যবস্থাপক (মার্কেটিং), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৬	মোঃ জাকারিয়া হোসাইন সহকারী-ব্যবস্থাপক (ক্রয়), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৭	মোছাঃ গুলনাহার পারভীন জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৮	রাজীব চন্দ্র দাস মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৯	মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া সদস্য (পবা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য
১০	মোঃ আইয়ুব আলী প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তায়ন), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	সদস্য সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	**এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড** মোহাম্মদ সাইফুল আলম সুমন, সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	০১-০৪
০২	**বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা** এএসএম মামুনুর রহমান খলিলী, সদস্য (অর্থ), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	০৫
০৩	**হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু** গাজী মোঃ রেজাউল করিম, সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	০৬-০৭
০৪	**শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে দুটি কথা** ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ, বাতাঁশিপ্রই, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী	০৮-০৯
০৫	**শেখ মুজিব** সুকুমার চন্দ্র সাহা, প্রধান হিসাব রক্ষক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১০
০৬	**বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাঁত বান্ধব সরকার** মোঃ আইয়ুব আলী, প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১১-১৮
০৭	**গল্প কবিতায় বঙ্গবন্ধু** মোঃ রবিউল ইসলাম, লিয়াজোঁ অফিসার, বেসিক সেন্টার-টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১৯
০৮	**বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা** কামনাশীষ দাস, মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২০-২৩
০৯	**ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু** মোঃ হারুন-অর-রশিদ, লিয়াজোঁ অফিসার, বেসিক সেন্টার-রাজশাহী, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২৪
১০	**দ্বীন ইসলামের খেদমতে বঙ্গবন্ধুর অবদান** হাফেজ মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উচ্চমান সহকারী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাতাঁবো	২৫-২৬
১১	**টুঙ্গীপাড়ার সেই ছেলেটি** মোঃ সাদমান সাকিব (লিয়ন), ৩য় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল	২৭
১২	**অনির্বাণ** তাসমীম সুবাহ্ রওনক, ৭ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ	২৭
১৩	**জাতির পিতা** মোঃ মতিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)	২৮
১৪	**সুতোয় বুনা স্বপ্ন** মেহেরী আফসানা, পরিসংখ্যানবিদ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২৯
১৫	**একটি মুজিব** মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া, সদস্য (পবা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৩০
১৬	**বীর খোকা** আসীর ইনতিশার ইশমাম, ৫ম শ্রেণি, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ	৩১
১৭	**বাংলাদেশের বস্ত্রখাতে তাঁত শিল্প ও শিল্পীর মূল্যায়ন কারিগর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** মোঃ মেহেদী হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (দা:প্রা:), এসএফসি-কুমারখালী, কুষ্টিয়া, বাতাঁবো	৩২-৩৪
১৮	**স্বাধীনতার সংগ্রাম** তন্বী, লিয়াজোঁ অফিসার, বেসিক সেন্টার-বেলকুচি, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৩৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯	**বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ** মোঃ সাহাবউদ্দিন চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)	৩৬
২০	**মুজিব বর্ষ** মোঃ আসাদুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা, বাতাঁবো	৩৭-৩৮
২১	**মুজিবময় বাংলাদেশ** তানজিনা বিনতে করিম, একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ	৩৯
২২	**মুজিববর্ষে আপনাকে অভিবাদন হে পিতা** মোঃ গোলাম রব্বানী, মার্কেটিং অনুবিভাগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৪০-৪২
২৩	**কী নাম দেব এ কবিতার?** মনজু আরা মীম, ১০ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ	৪৩
২৪	**বাঙলার বস্ত্রশিল্প** ভবতোষ হালদার, প্রাক্তন লিয়াজোঁ অফিসার, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৪৪-৪৮
২৫	**সেই খোকাটি** কৌশিক সাধক জিৎ, শ্রেণিঃ-নবম, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ	৪৯
২৬	**তুমি হে মহান** মোঃ মেহেদী হাসান, ফিল্ড সুপারভাইজার, বেসিক সেন্টার-গৌরনদী, বরিশাল, বাতাঁবো	৫০
২৭	**বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ** জান্নাতুন নাঈম ইমা, দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ	৫১-৫৪
২৮	**শেখ মুজিবুর রহমান** তাঁতি মোঃ আলী, সভাপতি ৭ নং নলকা ইউনিয়ন প্রাথমিক তাঁতি সমিতি, বাতাঁবো	৫৫
২৯	**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** ফারুক আহমেদ, লিয়াজোঁ অফিসার (দায়িত্বপ্রাপ্ত) বেসিক সেন্টার-ময়মনসিংহ, বাতাঁবো	৫৬-৫৭
৩০	**বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ** মোঃ আব্দুল জলিল, লিয়াজোঁ অফিসার (ভারঃ), বেসিক সেন্টার-ভাংগা, ফরিদপুর, বাতাঁবো	৫৮
৩১	**জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা** মোঃ আমানুল ইসলাম জলিল, সভাপতি, ৩নং বোররচরা ইউনিয়ন প্রাথমিক তাঁতি সমিতি, ময়মনসিংহ	৫৯
৩২	**বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষার ইতিকথা** মোঃ সাইফুল হক, ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৬০
৩৩	**বরণ** মাহফুজ হাসান সাকিব, ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল, পর্ব: ৬ষ্ঠ (A), বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদী	৬১
৩৪	**প্রিয় স্বাধীনতা** আবুল বাছেদ, সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৬২
৩৫	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু** সজীব চাকমা, সভাপতি, রাঙ্গামাটি পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড, প্রাথমিক তাঁতি সমিতি	৬৩
৩৬	**স্লোগান** জাকারিয়া হোসাইন, সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৬৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭	ফটোগ্যালারি-০১	৬৫-৭৩
৩৮	ফটোগ্যালারি-০২	৭৪-৮৫
৩৯	বিজ্ঞাপন	৮৬-৯৫

এক নজরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মোহাম্মদ সাইফুল আলম সুমন
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

১ প্রতিষ্ঠা : অধ্যাদেশ নং- ৬৩ বলে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীতে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিতক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

২ ভিশন : শক্তিশালী তাঁত খাত।

৩ মিশন : তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৪ বোর্ডের গঠন : চেয়ারম্যান-১ জন (অতিরিক্ত সচিব), সার্বক্ষণিক সদস্য-৪ জন (যুগ্ম-সচিব), সচিব-১ জন (উপ-সচিব) এবং খণ্ডকালীন সদস্য-১০ জন।

৫.০ জনবল (২৭.০২.২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

	১-১১ নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারী	১২-২০ নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারী	মোট
অনুমোদিত	১০৬	২৬৬	৩৭২
কর্মরত	৭৬	২০৩	২৭৯
শূন্য পদ	৩০	৬৩	৯৩

৫.১ প্রধান কার্যালয়ের জনবল

	১-১১ নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারী	১২-২০ নং গ্রেডভুক্ত কর্মচারী	মোট
অনুমোদিত	৬৪	৯৩	১৫৭
কর্মরত	৪৮	৭২	১২০
শূন্য পদ	১৬	২১	৩৭

৬ প্রধান কার্যালয় : বিটিএমসি ভবন (৫মতলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
ফোন: ৫৮১৫২৮৯৮, ফ্যাক্স: ৯১১৯৮২৫
ই-মেইল: bhb@.bhb.gov.bd; ওয়েব সাইট: www.bhb.gov.bd

৭ বোর্ডের আইন, বিধি : বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১, তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৫।

৮ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন অফিস/প্রতিষ্ঠানসমূহ

❖ দেশব্যাপী তাঁতিদের সেবা প্রদানের জন্য ৩২টি বেসিক সেন্টার এবং ৩টি সাব-বেসিক সেন্টার।

❖ ১টি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী;

❖ ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী।

❖ ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র (কালিহাতী-টাঙ্গাইল, বেলকুচি-সিরাজগঞ্জ এবং কমলগঞ্জ- মৌলভীবাজার)।

❖ ৩টি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিলেট, রংপুর এবং বেড়া,পাবনা);

❖ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী;

❖ ২টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (শোভারামপুর-কুমিল্লা এবং শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ);

❖ ২টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (কুমারখালী-কুষ্টিয়া এবং বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।

৮.১ বেসিক সেন্টার : বেসিক সেন্টারসমূহে তাঁতি সমিতি গঠন, তাঁত শিল্পীদের স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান ও আদায়, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যসহ তাঁত/তাঁতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী তাঁতিদের সেবা প্রদানের জন্য ৩২টি বেসিক সেন্টার এবং ৩টি সাব বেসিক সেন্টার রয়েছে। বেসিক সেন্টারসমূহ হচ্ছে আড়াইহাজার, বান্দরবান, বাঞ্ছারামপুর, ভাঙ্গা, চিরিরবন্দর, কক্সবাজার, দোহার, গৌরনদী, হোমনা, যশোর, কাহালু, কালিগঞ্জ, কালিহাতি, কমলগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, মিরপুর, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, পটুয়াখালী, রাজশাহী, রাঙ্গামাটি, রূপগঞ্জ, সাঁথিয়া, সাতক্ষীরা, শাহজাদপুর, শৈলকুপা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, উলাপাড়া, রংপুর, বেলকুচি, খাগড়াছড়ি, কুড়িগ্রাম ও সোগাছি, পাবনা।

৮.২ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি) : নরসিংদী মাধবদীতে ১টি বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রকল্পটি ১৯৮৭ সালে শুরু হয়েছে। বর্ণিত বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে তাঁত শিল্পীদের বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা যেমনঃ ক্যালেন্ডারিং, ফোল্ডিং, স্টেন্টারিং, ময়েশ্চারাইজিং, সিনজিং, বিচিং, প্রিন্টিং, রংকরণ, মাড়করণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি নো প্রোফিট - নো লস ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৮.৩ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি) : বোর্ডের ২টি এসএফসি রয়েছে। ১টি কুমারখালী (কুষ্টিয়া) ও অপরটি বাঞ্ছারামপুর (বি-বাড়িয়া)। বর্ণিত সার্ভিস কেন্দ্রসমূহে তাঁত শিল্পীদের বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা যেমনঃ ক্যালেন্ডারিং, ফোল্ডিং, স্টেন্টারিং, ময়েশ্চারাইজিং, সিনজিং, বিচিং, প্রিন্টিং, রংকরণ, মাড়করণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি নো প্রোফিট-নো লস ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৮.৪ টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি): বোর্ডের অধীনে বর্তমানে ৩টি টিএফসি রয়েছে। যথাঃ শোভারামপুর (কুমিল্লা), বরিশাল (বরিশাল সদর) এবং শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)। এখানে তাঁত শিল্পীদের বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা যেমনঃ ক্যালেন্ডারিং, ফোল্ডিং, স্টেন্টারিং, ময়েশ্চারাইজিং, সিনজিং, বিচিং, প্রিন্টিং, রংকরণ, মাড়করণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি নো প্রোফিট - নো লস ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৮.৫ বাংলাদেশ তাঁত শিল্প ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী: ১৯৮৪ সালে নরসিংদী জেলার সাহেপ্রতাপে ইনস্টিটিউটটি স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত উক্ত ইনস্টিটিউটটি থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৭৯৩৮ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৩৫৩ জন অধ্যয়নরত আছে। আলোচ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ডিপোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ৪০২ জন প্রশিক্ষণার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়েছে।

৮.৬ "তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন : বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন ডিজাইনের উপর তাঁতিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, বছরে ২৪০০ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতিদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে "তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ০১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালে নরসিংদী জেলার সাহেপ্রতাপে ০১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে ০১টি করে মোট ০৩টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

৮.৭ সিলেট মনিপুরী তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২০০৮ সালে সিলেট বিসিক শিল্পাঞ্চল এলাকায় কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এ পর্যন্ত-উক্ত কেন্দ্র থেকে ১৪৪০ জন মনিপুরী তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৮ রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২০০৯ সালে রংপুর শহরের খাসবাগ সাতমাথা এলাকায় কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এ পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্র থেকে ১০০০ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৯ তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা: ১৯৮৭ সালে পাবনা জেলার বেড়াতে কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এ পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্র থেকে ৪২৬৫ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৯. তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: দেশের দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতিদেরকে চলতি মূলধন প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০১৫.৫২ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বেসিক সেন্টারসমূহের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প হক মোতাবেক সুদের অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৩৫টি বেসিক/সাব-বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪৪,৭৪৮ জন তাঁতিকে ৬৬৯৩৬টি অচল তাঁত সচল করার লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৭৭১৯.৪০ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ত মোট ৫৭৭৪.৮৯ লাখ টাকা আদায় হয়েছে; আদায়ের হার ৭২.৬৮%। উক্ত অর্থের মধ্যে জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ৪০৫৮.৮২ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

১০ নিবন্ধিত তাঁতি সমিতি :

তাঁতি সমিতির ধরন	সংখ্যা
প্রাথমিক তাঁতি সমিতি	১২৮৬ টি
মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি	৫৭ টি
জাতীয় তাঁতি সমিতি	০১ টি
মোট =	১৩৪৪ টি

১১ তাঁতের সংখ্যা: (তাঁত শুমারি, ২০১৮ অনুযায়ী)

চালু/অচালু তাঁত	সংখ্যা
চালু তাঁত	১,৯১,৭২৩ টি
অচালু তাঁত	৯৮,৫৫৯ টি
মোট =	২,৯০,২৮২ টি

১২ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ :

(ক) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ :

ক্রমনং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প এলাকা
১	এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ - জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৮৮৮০.০০ লক্ষ টাকা।	(১) কালিহাতী, টাঙ্গাইল (২) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (৩) কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
২	বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।	১২১০.০০ লক্ষ টাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, পার্বত্য জেলাসমূহ, কুমিল্লা, রাজশাহী এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য জেলা।

ক্রমনং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প এলাকা
৩	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।	১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা	আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল; সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ; কাহালু, বগুড়া; কুমারখালী, কুষ্টিয়া; মেলান্দহ, জামালপুর ও কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৪	শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প	৪ জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।	২৫৩৩০.০০ লক্ষ টাকা	শিবচর, মাদারীপুর এবং জাজিরা, শরীয়তপুর।
৫	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।	৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা।	নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
৬	দেশের তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ এবং তাঁতের আধুনিকায়ন প্রকল্প	মার্চ ২০১৯ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা।	পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন ৩০টি বেসিক/সাব-বেসিক সেন্টারের ভৌগোলিক এলাকা।
৭	শেখ হাসিনা নকশি পল্লি , জামালপুর (১ম পর্যায়) প্রকল্প	মার্চ ২০১৯ -ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।	৭২২০০.০০ লক্ষ টাকা।	জামালপুর সদর ও মেলান্দহ, জামালপুর।

(খ) অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ও সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ :

ক্রমনং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প এলাকা
১	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা।	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪ পর্যন্ত	১১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা।	মিরপুর, ঢাকা।
২	জামদানি শিল্পের উন্নয়নে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	৩২২৫০.০০ লক্ষ টাকা।	তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৩	ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	৩৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।	পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।
৪	তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	১৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা।	তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। উলাপাড়া ও বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ। দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল। নওগাঁ এবং রাজশাহী।
৫	গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ	জানুয়ারি ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচি	জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২২	১২০০০.০০ লক্ষ টাকা।	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি।

বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা

এএসএম মামুনুর রহমান খলিলী
সদস্য (অর্থ)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি। বঙ্গভবনের উল্টো দিকে গুলিস্তান শহীদ মতিউর শিশু পার্কে কচি-কাঁচার মেলার ১৫ দিনের শিক্ষা শিবির। রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই তখন কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক। সারা দেশ থেকে কচি-কাঁচার মেলার প্রায় ৫০০ সদস্য-সদস্যা শিক্ষা শিবিরে অংশ নিচ্ছে। প্রায় সবাই ১২-১৩ বছরের কিশোর-কিশোরী। ছেলেরা থাকতো পার্কে তাঁবুতে। মেয়েরা রাত্রে থাকতো জয়কালী মন্দির রোডে কচি-কাঁচার মেলার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। আমরা তিন জন এসেছি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ কচি-কাঁচার মেলা থেকে। আমার সাথে অন্য দু'জন ছিল নাসির উদ্দিন এবং নাসিমা আক্তার। এই ক্যাম্পে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতো প্যারেড, পিটি, লাঠিখেলা, ব্রতচারী নৃত্য, উপস্থিত বক্তৃতা, গান, নৃত্য, আবৃত্তিসহ নানারকম কর্মকান্ড।

শিক্ষা-শিবিরের কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে আমাদের দু'টো স্মরণীয় কর্মসূচি ছিল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি এবং গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত। আমাদের শিক্ষা শিবির যখন শুরু হয় তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। আমরা শিক্ষা শিবিরে থাকতে থাকতেই রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। আমরা সাক্ষাত করলাম নতুন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ উলাহর সাথে।

আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করার। অবশেষে এক সোনালী বিকেলে অনেকগুলো বাসে বোঝাই হয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো গুলিস্তান টু গণভবন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস গণভবন ছিল হেয়ার রোডের একটি বড় বাংলো টাইপের বাড়িতে, যেটি পরবর্তীতে সুগন্ধা নামকরণ করা হয়, এখন সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ট্রেনিং একাডেমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সেদিনের সেই বিকেলটা খুবই মনোরম ছিলো। গণভবনে পৌঁছেই আমরা সবুজ লনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। দূর থেকে দেখেই বঙ্গবন্ধুকে খুব উৎফুল্ল মনে হলো। দাদাভাইয়ের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছেন। মনে হলো দাদাভাই বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের পরিচিত। আমরা মার্চপাস্ট করে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিলাম। আমাদের মার্চপাস্টে নেতৃত্ব দিলো কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার বন্ধু লুৎফর রহমান রিটন। রিটন আমাদের অনেকের চাইতে বয়সে ছোট হলেও ক্যাম্পে তার চৌকশ পারফরমেন্স সবার নজর কাড়ে। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কচি কাঁচার মেলার সদস্য হিসেবে সে ছিলো দাদা ভাইয়ের blessed boy। তাই মার্চপাস্টের নেতৃত্ব সহজেই সে পেয়ে যায়।

মার্চপাস্টের পর বঙ্গবন্ধু গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করার মতো আমাদের সামনে দিয়ে হেটে যাবেন। আমাদেরকে ব্রীফ করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলা যাবেনা, হ্যান্ডশেক করা যাবেনা, বঙ্গবন্ধু হেটে যাওয়ার সময় কোনরকম শব্দও করা যাবেনা। বঙ্গবন্ধুকে সামনা-সামনি দেখার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে একেবারে চোখের সামনে, হাতের কাছে, হাতে ছোঁয়া দুরত্বে দেখার উত্তেজনায় আমরা একরকম অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা অপেক্ষা করছি। অবশেষে উনি আসছেন, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী, কালো মুজিব কোট, কাঁধে একটা উত্তুরী, দীর্ঘদেহী এক সুপুরুষ, জাতির পিতা, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধীরপায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতেই আবেগ এবং উত্তেজনার বশে আমাদের কয়েক বন্ধু সবকিছু ভুলে শোগান দিয়ে উঠলো আমার ভাই, তোমার ভাই, মুজিব ভাই, মুজিব ভাই, শেখ শেখ শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম। বঙ্গবন্ধু আমাদের সবারই বাবার বয়সী, দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা। সবকিছু ভুলে আমরা সেদিন স্লোগান ধরেছিলাম মুজিব ভাই বলে। হয়তো খুবই হাস্যকর ছিলো সেটা, তবে আমরা সেই সময় আমাদের আবেগ আর উত্তেজনাকে দমন করতে পারিনি। সেদিনের সেই ক্ষণিকের জন্য দেখাই ছিলো বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে আমার প্রথম ও শেষ দেখা।

(ফটোঃ ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু

গাজী মোঃ রেজাউল করিম
সদস্য (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

সময়টা ১৯৭১ সনের মার্চ মাস। আমার বড় খালু খুলনা জেলার ফুলতলা থানার ওসি। আমি তখন ২য় শ্রেণির ছাত্র। ফুলতলা খালুর বাসায় বেড়াতে যাই। হঠাৎ চারিদিকে তোড়জোড় দেখতে পাই। সবাই ছুটাছুটি করছে। সবার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছাপ। হন্তদন্ত হয়ে খালুকে বাসার দিকে আসতে দেখি। বাসায় এসে খালু সবাইকে বাসার বাইরে যেতে কড়াকড়িভাবে বারণ করল। বললো, আইয়ুব খান কারফিউ জারি করেছে। কেউ ঘরের বাইরে বের হলেই গুলি করবে। এ কথা শুনে ভয়ে ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বাবা-মা পাশে থাকলে না হয় তাদের কাছ থেকে কিছুটা সাহস নিতাম। বেড়াতে গিয়েছি একা। তাই ভয় পাওয়া খরগোসের মত জড়োসড়ো হয়ে খাটের এক কোণে বসে আছি। খালু বিষয়টি আঁচ করতে পারেন। পুলিশে চাকুরি করেন, তাই মানুষের মুখ দেখেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। খালু আমার কাছে এসে বসল। সহপাঠীদের মত করে আমার কাছে কারফিউর কারণ ব্যাখ্যা করল। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কথাও ব্যাখ্যা করল। অভয় দিয়ে বলল, বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে পাকিস্তানি হায়েনাদের হাত থেকে ঠিক রক্ষা করবে। খালুর স্পর্শ ও অভয় বাণীতে ভয় কিছুটা কাটল। সেসাথে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানার কৌতূহলও জোরদার হতে থাকল মনের মাঝে। কারফিউর কারণে বাড়িতে ফিরতে পারছিলাম না, অনেকদিন ফুলতলায় আটকা পড়ে ছিলাম। বাড়ির জন্য, বাবা-মা'র জন্য মন কাঁদছে। কিন্তু বাড়িতে ফেরার কোন উপায় নেই। হাজারও চিন্তা মাথায় নিয়ে সারাদিন বাসায় বসে থাকা। অপেক্ষায় থাকি খালু কখন ডিউটি শেষ করে বাসায় ফিরবে। খালু বাসায় ফিরলে সারাদিনের ঘটে যাওয়া সব খবর জানার জন্য বাহানা ধরি। কচি মুখের আবদার ফেলতে পারেননা খালু। ক্লান্ত শরীরে হাঁই তুলতে তুলতে সারাদিন ঘটে যাওয়া ঘটনা বলতে থাকেন। বাসার সবাই গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকি। সব দুশ্চিন্তা ঢাকার একটাই কৌশল খালুর। তা হলো বঙ্গবন্ধুর অভয় বাণী। খালুর মুখে বঙ্গবন্ধুর বীরত্বগাঁথা শুনতে শুনতে আমার স্বপ্নের নায়ক হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু।

৭ মার্চ, ১৯৭১। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজছে রেডিওতে। বাসার সবাই গোল হয়ে বসে রেডিওতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে ঐতিহাসিক সে ভাষণ। ভাষণ শুনতে শুনতে আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাই। ভাষণের কথাগুলো পুরোপুরি না বুঝলেও বঙ্গবন্ধুর কথার টোন শুনে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, আমরা কঠিন বিপদের মধ্যে রয়েছি। এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে সবাইকে লড়াই করতে হবে। দেশের জন্য জীবন দিতে হবে। যুদ্ধ মানে ভীতি। তবে, বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী সে ভাষণ শুনার পর মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে যায়। মনোবল এতটাই বেড়ে যায় যে, বারবার মনে হচ্ছিল যদি আরেকটু বড় হতাম আমিও যুদ্ধে যেতাম। খুব রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর, আরেকটু বড় হলাম না কেন!

সপ্তাহ খানেক পর কারফিউ কিছুটা শিথিল হলে বড় মামা আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মা যেন আমাকে নতুন করে দেখছেন। দীর্ঘ সময় বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। বাবা আমাদের বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করে দিলেন। বড়দের কথা শুনে শুনে কিছুটা বুঝতে পারি, দেশের অবস্থা ভাল নয়। দিন যত যাচ্ছে দেশের পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালানোর পর পুরোদমে যুদ্ধ বেধে যায়। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কারখানা নদী। এ নদী পথে পাকবাহিনী গানবোটযোগে ভোলা হতে পটুয়াখালী যাতায়াত করত। একদিন হঠাৎ করে বোট থামিয়ে হানাদার বাহিনী পার্শ্ববর্তী বাউফল উপজেলার দুটি বড় বন্দর জ্বালিয়ে দেয় এবং বহু মানুষকে হত্যা করে। এ ঘটনার পর নিজ এলাকাকে হানাদারের কবল থেকে রক্ষা করতে আমার বড় মামাসহ এলাকার আরো কিছু যুবক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিলে বাবা ঘরের পেছনে মাটির নীচে একটি বাংকার তৈরি করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছি বাংকার নামক সে অন্ধকার গর্তে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দেশ স্বাধীন হলো। আমরা বাংকার থেকে বেরিয়ে আসি। রাস্তায় লাখো মানুষের ঢল। আনন্দের বন্যা বইছে চারিদিকে। আমিও কাগজ দিয়ে নিজের

তৈরি একটা ছোট্ট পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। আজ বাবা আর বাঁধা দিলেন না। সারাদিন মানুষের ভীড়ে ছুটে বেড়ালাম। সারাদিন খাইনি। খাবার কথা মনেও হয়নি। স্বাধীনতার কি যে আনন্দ এইটুকু বয়সে বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি।

১৯৭২ সন। বাবার মুখে শুনতে পাই বরিশালের বেলস পার্ক ময়দানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। বাবা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে যাবেন। আমিও গোঁ ধরলাম বাবার সাথে যাওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধু বরিশাল আসবে আমি তাঁকে দেখবনা! এ হতে পারেনা। আমাদের বাড়ি থেকে বরিশাল যেতে প্রায় পনেরো কিলোমিটার নদী পথে ছোট লঞ্চে যেতে হয়। ঐ সময় প্রায়শই লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটতো। তাই বাবা আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু আমার জেদের কাছে হার মানলো বাবা। বাপ-বেটা রওনা হলাম বরিশাল বেলস পার্ক ময়দানের উদ্দেশ্যে। সারা পথ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কতসব কল্পনা! অবশেষে বেলস পার্ক ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ধৈর্য্যের যেন আর বাঁধ মানছেনা। বঙ্গবন্ধু কখন স্টেজে আসবে, কখন তাঁকে এক পলক দেখতে পাবো! অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর কাটল। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন।

মানুষের খুশির লেভেল কত উচ্চতা ছুঁতে পারে সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি। বঙ্গবন্ধু একজন রক্তমাংসের মানুষ এমন ভাবনা একেবারেই কাজ করছিল না আমার ভেতর। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এ কোন সাধারণ মানুষ নয়। এতো স্রষ্টা প্রেরিত বিশেষ কোন দূত। বাঙালি জাতিকে পাক-হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লাহ তাঁকে আসমান থেকে প্রেরণ করেছে। এ মহামানবকে আমি সামনে থেকে দেখছি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। তাই নিজের শরীরে নিজে চিমটি কেটেছি বেশ কয়েকবার। বঙ্গবন্ধুকে সামনে থেকে দেখার সেদিনের সে আনন্দটুকু আজন্ম মনে লালন করে চলেছি আমি। সেদিনের সে ঘটনা ভাবতেই খুশির অশ্রুকণা চোখের কোণে ভীড় করে। বঙ্গবন্ধু আমার জীবনের এক বিশাল অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কাল রাত্রির ঘটনা আমার হৃদয়কে দুমড়েমুচড়ে একাকার করে দেয়। এ বিভীষিকাময় রাতের ক্ষত চিহ্ন আমি আমৃত্যু বয়ে বেড়াবো।

সময়ের পরিক্রমায় দিন যেতে থাকে। বুয়েট থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রথম চাকরিতে যোগদান করি। ২ সপ্তাহ প্রশিক্ষণের পর বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে কালেক্টরেটে সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করি। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! এমন কাকতালীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি চারণের সুযোগ পেয়ে যাব স্বপ্নেও ভাবিনি। চাকরি পাওয়ার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলাম এ পোস্টিং পেয়ে। যতদিন আমি গোপালগঞ্জে ছিলাম, আমার মনে হতো আমি যেন বঙ্গবন্ধুর খুব কাছাকাছি রয়েছি। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সারাক্ষণ আমার স্মৃতি পটে ভেসে বেড়াতো।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিলেন। গোপালগঞ্জে আমার চাকরিকালীন সময়ে তিনি যতবার গোপালগঞ্জ গিয়েছেন আমি ম্যাজিস্ট্রেসি'র দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমরা একই ডাইনিংয়ে বসে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করেছি, কথা-বার্তা বলেছি। তাঁর কাছ থেকে আমি যে মমতা ও মাতৃস্নেহ পেয়েছি, তা কোনদিন ভুলবার নয়। পরবর্তীতে তাঁকে যখন মানবতার জননী উপাধিতে ভূষিত করা হলো তখন আমার সেদিনের তাঁর মাতৃসুলভ আচরণের কথা বারবার মনে পড়ছিল। তাঁর ভেতরে মমতাময়ী মায়ের একটি স্বভাবসুলভ গুণ রয়েছে; যা সবাইকে মুগ্ধ করে। সেকারণেই মনে হয় তাঁকে এ উপাধি দেয়া হয়েছে। যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেয়া হোকনা কেন, এ উপাধি তাঁর প্রাপ্য। তাঁকে মানবতার জননী উপাধিতে ভূষিত করা যথাযথ হয়েছে বলে আমি করি।

১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখার সে স্মৃতি আজও আমার চোখে ভাসছে। বঙ্গবন্ধু আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ। যতদিন বেঁচে থাকব বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করেই বেঁচে থাকব। বঙ্গবন্ধুর ভেতর যে সকল মানবিক গুণ বিদ্যমান ছিল, আমরা সকলে যদি তা বুকে লালন করতে পারতাম, তাহলে এদেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাঙলায় রূপান্তর করা কোন ব্যাপার ছিল না। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি একই সাথে পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন জাতির এ মহান নেতাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমীন।

শতবর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে দুটি কথা

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মতিয়ার রহমান
অধ্যক্ষ
বাতাঁশিগ্রাই, সাহেব্রতাপ, নরসিংদী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন এক নাম যে নাম উচ্চারণে চোখের সামনে ভেসে ওঠে জ্বালাময়ী সেই ভাষণের চিত্র "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব"। গায়ে কাঁটা দেয়া সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে কী অবলীলায় তিনি বাঙালি জাতিকে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেই নাম যাঁর এক ডাকে দেশের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণও সেদিন হিংস্র বাঘের মত শত্রুসেনার সামনে রুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছিল দেশের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার ৪৯ বছর পার হয়ে গেছে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ ভুলতে বসেছে বাংলাদেশের স্থপতি সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কিন্তু এখন সময় এসে গেছে আমাদের জাতির পিতা সম্পর্কে জানার, তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণা করার। দেশের জন্য দেশের জনগণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে কী কী ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন সে সম্পর্কে বিষদভাবে জানার প্রয়োজন এসে গেছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছিলেন তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। টুঙ্গিপাড়ার এক মধ্যবিত্ত মুসলিম শেখ পরিবারে ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে এই আলোকিত মানুষটির জন্ম। বাবা লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুনের তৃতীয় সন্তান হওয়ায় তিনি ছিলেন বড় আদরের। শৈশবে শেখ মুজিবুর রহমানরা তাঁর নানা শেখ আব্দুল মজিদের ঘরেই থাকতেন।

আদরের সন্তান হলেও শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন শৈশব থেকেই ছিল নানা ঝড়-ঝামেলায় বিপর্যস্ত। শৈশব থেকেই তাকে সহ্য করতে হয় নানা রোগ যন্ত্রণা। ১৯৩৪ সালে আক্রান্ত হন বেরিবেরি রোগে। ফলস্বরূপ তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এক ঝড় সামলাতে সামলাতে আবার ঝড়। ১৯৩৬ সালে হঠাৎই তাঁর চোখ খারাপ হয়ে পড়ে গুকোমা রোগে আক্রান্ত হয়ে। শুরু হয় চশমা পড়া।

ছেলেবেলা থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন রাজনীতি অনুরাগী। তাই কৈশোরে তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে যাওয়া শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৮ সালেই হাতেখড়ি হয়ে যায় হাজত বাসের। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী'র গোপালগঞ্জ যাওয়ার ঘটনার জের ধরে ছাত্রদের দুই দলের সংঘর্ষে হাজত বাস করতে হয় শেখ মুজিবকে। এরপর প্রায়ই তাঁকে থাকতে হয়েছে নিরাপত্তা আইনে বন্দি হয়ে।

দেশের মানুষ ও দেশের উন্নয়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান কখনও পিছপা হননি। এজন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকারসহ নানান প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে সময়ে তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে সুখে থাকার কথা সেই সময়ে তাঁকে থাকতে হয়েছে শ্রীঘরে নজরবন্দি হয়ে; করতে হয়েছে নানা সওয়াল জওয়াব। নিরাপত্তা আইনে বন্দি থাকাকালীন সময়ের প্রশ্নোত্তর থেকে বোঝা যায়, শেখ মুজিব ক্ষমতা দখলের জন্য কোন কিছুতে আপোষ করতে নারাজ। কেননা তিনি দেশের উন্নয়ন করতে চেয়েছেন। নিজেই বলেছেন "যদি পারি দেশের জন্য কিছু করব। ক্ষমতায় না যেয়ে কি তা করা যায় ?"

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন সৎ ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, যিনি কখনই নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেননি।

'৪৭ এর দেশ ভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান ভেবেছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রের যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখন আর মুসলিম বাঙালির জীবনে দুর্দিন থাকবে না। কিন্তু সে গুড়ে বালি। অচিরেই তিনি দেখলেন নিরীহ বাঙালির উপর পাকিস্তান সরকারের নিষ্পেষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। '৫২ তে যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে মিছিল হয় আমাদের

নেতা শেখ মুজিব তখন জেলে থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরণ অনশন করে যাচ্ছেন। এরপর একে একে '৬৬র ছয় দফা, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন, '৭১ এ সেই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন স্বার্বভৌম যে বাংলার স্বপ্ন শেখ মুজিব বাংলার জনগণকে দেখিয়েছেন, বাঙালি নয় মাস যুদ্ধের পর তা অর্জন করে।

দেশ স্বাধীন হবার পর '৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌঁছান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১২ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব হাতে নেন এক স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মসূচি। তিনি বলেছিলেন, " টাকা নাই, পয়সা নাই, চাল নাই, ডাল নাই, রাস্তা নাই, রেলওয়ে ভেঙে দিয়ে গেছে। সব শেষ করে দিয়ে গেছে ফেরাউনের দল। কিন্তু আছে আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।" এভাবেই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে দেশের উন্নয়নের কাজ শুরু করেছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উলেখযোগ্য সাফল্য।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু সে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

১৫ আগস্টের ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ বাসভবনে কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনীর অফিসার নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে। সে দিন যদি আমাদের নেত্রী দেশরত্ন মুজিব কন্যা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেঁচে না থেকেন, তবে আজকের এই উন্নয়নশীল বাংলাদেশের রূপ আমরা দেখতে পেতাম না। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু পরিবারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাই বাংলাদেশ সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশতম জন্মবার্ষিকী পালন করছে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে। সরকার ২০২০ সালকে ঘোষণা করেছে মুজিববর্ষ হিসেবে। আর ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২১ এই সারা বছর জুড়ে রেখেছে ২৯৮টি কর্মসূচি। ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন ও রেপিকার সাহায্যে সেই ঘটনার প্রতীকি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে মুজিববর্ষ।

শেখ মুজিব

সুকুমার চন্দ্র সাহা
প্রধান হিসাবরক্ষক
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

উনিশশো বিশ টুঙ্গিপাড়ায় নিলেন তিনি জন্ম
জন্ম নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সাধ্যের মর্ম।
স্কুল জীবনে রাজনীতির মিশন তাঁর শুরু
স্কুলের ছাদ রক্ষায় নেতৃত্ব দিলেন ছোট্ট গুরু।
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে প্রথম প্রতিবাদ সভা
দুঃসাহসেই প্রথম কারাবরণ জাতটা গেল বোঝা।
আঠারোতে বিয়ে করে আনেন ঘরে জননী
তাঁর নিকটে পেলেন তিনি আরও সাহসের খনি।
নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনে করে যোগদান
বাড়িয়ে দিলেন সম্মেলনের পাহাড়সম মান।
কলকাতায় ছাত্র নেতা আদায় দাবি দাওয়া
সেখান থেকেই হাতেখড়ি নেতার মন্ত্র পাওয়া।
ডিস্টিক্ট্র এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মেধায় অফুরন্ত
তাঁর কাছেই শিখলো জাতি ভাল থাকার মন্ত্র।
উর্দু হবে রাষ্ট্র ভাষা খাজা নাজিমুদ্দিন এর দাবি
বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ সংগ্রাম পরিষদ সৃষ্টি।
প্রাণের ভাষা কেড়ে নেবার নানান আয়োজন
শপথ নিল রক্ত দেব হলে প্রয়োজন।
একুশ তারিখ ধর্মঘটে মানুষ রক্ত ঢেলে দিল
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা এবার প্রতিষ্ঠা পেল।
উনপঞ্চাশ এর দুর্ভিক্ষ খাদ্যের আন্দোলন
জাতিকে তুমি বুঝিয়ে দিলে তুমি শেষ অবলম্বন।
রাজনৈতিক মুক্তিতে, তিনিই আশা ভরসা
তাই সাধারণ সম্পাদক হবার পেলেন যোগ্যতা।
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন
তুমিই নেতা তুমি অবতার মানল জনগণ।

অসংখ্য আসন, অজস্র তোমার জনসমর্থন
মুক্তি হয়েও হলো না, বন্দি সিংহাসন ।
অবিচার বৈষম্য আর শোষণের শিকলে বঙ্গ
মুক্তি দাতা তুমি এবার পেলে মানুষের সঙ্গ ।
ছয় দফার মাধ্যমে তোমার স্বায়ত্তশাসন দাবী
এই দফাতেই স্বপ্ন দেখা মিলবে এবার মুক্তি।
মামলা এবার পাকিস্তান-ভাঙার ষড়যন্ত্র
তুমি মোদের মুক্তির দিশা মুক্ত গণতন্ত্র।
তুমি অপ্রতিরোধ্য অবাধ্য পশ্চিম পাকিস্তানে
তুমি সাত কোটি বাঙালির মুক্তির অবলম্বনে।
সাতই মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ জনতা
মঞ্চে এসে গাইলে তুমি অগ্নিঝরা কবিতা।
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
তোমার কাঙ্খিত সেই সত্য উচ্চারণ
জনসমুদ্র উত্তাল আর বিদ্যুত বিস্ফোরণ।
কোটি কোটি জনতা মোহিত এই প্রাণের বিচ্ছুরণে
ত্রিশ লক্ষের রক্ত আর দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমে
তোমার নেতৃত্বে জিতলো জাতি এই মুক্তির সংগ্রামে।
তুমিই এ জাতিকে দিলে মুক্তি স্বাধীনতা
তোমার কারণে উদ্ধার হইলো লজ্জিত মানবতা
তাই তুমি তুমিই জাতির পিতা॥

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাঁত বান্ধব সরকার

মোঃ আইয়ুব আলী
প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে বিগত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। তাই সে সময় তিনি সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার মাধ্যমে তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁতশিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-বাতাঁবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। যার ---

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রধান প্রধান কার্যাবলিঃ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদনমূলক সেবা প্রদান; তাঁত শিল্পের জন্য ঋণ সুবিধা সৃষ্টি; তাঁতিগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামাল ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা; তাঁত পণ্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ; তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তাঁতজাত দ্রব্যাদির গুণগত মান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রদত্ত

উল্লেখযোগ্য নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপঃ

❑ বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য রয়েছে। কোন কোন এলাকায় মসলিনের সুতা তৈরি হতো তা জেনে সে প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

❑ তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নতি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯৬ সালে তাঁত শিল্পের ক্ষুদ্রঋণ দেয়া শুরু হয়; এটা অব্যাহত রাখতে হবে। তাঁত পণ্য বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

❑ মিরপুরের জমি তাঁত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

❑ মিরপুর ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। তাই বেনারসি পল্লি ও কর্মরত শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় বেনারসি/তাঁত পল্লি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

❑ তাঁতিরা যাতে বিটিএমসি থেকে সুতা পেতে পারে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

❑ সুতা ও রং আমদানির ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁতিদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া যায় তার প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে।
❑ ঢাকার মিরপুরের বেনারসিপল্লিঢাকার বাইরে খোলামেলা পরিবেশে স্থানান্তর করতে হবে।

সেখানে তাদের জন্য ঘরবাড়ি, শিশুদের জন্য স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাঁত শিল্পের উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করেছেনঃ

১। তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৫০১৫.৬০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১৯৯৮ - জুন ২০০৬ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ অনুযায়ী তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতি সদস্যদের (অর্থাৎ ১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

(খ) চলতি মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে তাঁতিদের বন্ধ তাঁতসমূহ চালু রাখা ও দেশে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁতিদের আয় বৃদ্ধি করা।

(গ) দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতিদের আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা।

(ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের একক হিসাবে গ্রামীণ দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতিদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা তাঁতিদের পরিবারের ভূমিকা সংহতকরণের জন্য গ্রুপ গঠন, সম্পদ আহরণ ও তার উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(ঙ) দরিদ্র তাঁতি গোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ সাধন এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁতিদেরকে স্বাবলম্বী ও মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে চলতি মূলধন সরবরাহ ছাড়াও একই সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়সহ মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

২। ঈশ্বরদী বেনারসি পল্লি

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ২০৫.৮৪ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) পাবনা জেলার ঈশ্বরদী এলাকায় বসবাসরত বেনারসি তাঁতিদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আগ্রহী তাঁতি পরিবারকে আবাস-কাম-কারখানা স্থাপনের জন্য ৫ শতকের ২০টি এবং ৩ শতকের ৭০টি প্লট বরাদ্দ করা।

(২) বেনারসি তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদেরকে প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ সরবরাহে সহায়তা দান, কারিগরি সেবা ও সুবিধা প্রদান।

(৩) বেনারসি পল্লিতে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, রাস্তা, মসজিদ নির্মাণ, স্কুল ও খেলার জায়গার ব্যবস্থা করা।

(৪) বেসিক সেন্টার-কাম-এস্টেট অফিস স্থাপন করে বেনারসি পল্লি এবং ঈশ্বরদী এলাকার তাঁতিদের সম্প্রসারণমূলক কাজ ও পল্লির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসনিক কাজ, কিস্তি আদায় প্রভৃতি কার্যাদি পরিচালনা করা।

৩। সিলেটের মনিপুরি তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট সদর, সিলেট।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) সিলেটে ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০১টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, (খ) সিলেটের ৬০০ জন মনিপুরি তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান, (গ) মনিপুরি তাঁতিদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কোর্স যথাঃ বুনন, রংকরণ এবং ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, (ঘ) প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উপজাতীয় তাঁতিদের উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান, (ঙ) পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি বৃদ্ধির মাধ্যমে মনিপুরি তাঁতিদের আয় বৃদ্ধি করা।

৪। রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং আশেপাশের এলাকা, রংপুর সদর, রংপুর।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং আশেপাশের তাঁতিদেরকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, (খ) রংপুর এলাকার তাঁতিদেরকে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেসিক সেন্টার স্থাপন এবং (গ) প্রকল্প এলাকার তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক/বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

৫। তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ১টি বেসিক সেন্টার স্থাপন

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(১) তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ;

(২) অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে তাঁতিদের দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

(৩) বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন;

প্রকল্প এলাকাঃ (১) ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী সদর, নরসিংদী। (২) ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং সাব-সেন্টার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ। (৩) ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং সাব-সেন্টার, কালিহাতি, টাঙ্গাইল। (৪) ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং সাব- সেন্টার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীঃ ৪টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/উপকেন্দ্র হতে বছরে ২৪০০ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রতি বছর ৫০ জনকে ৪(চার) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

৬। ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৩ -জুন ২০১৯।

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৪৪৭০.০০ লক্ষ টাকা।

ফলাফলঃ ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকা এবং আশেপাশের প্রায় ১.০০ লক্ষ তাঁতি বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবে। খ) কেন্দ্রের বর্তমান বাৎসরিক সার্ভিসিং ক্যাপাসিটি ৩.৬৮ কোটি মিটার দাঁড়াবে। গ) কাপড় উৎপাদনের ত্রুটির হার হ্রাস পাবে এবং গুণগত মানসম্পন্ন কাপড় উৎপাদিত হবে।

৭। এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৮৮৮০.০০ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৩ - জুন ২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ (১) কালিহাতি, টাঙ্গাইল; (২) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ এবং (৩) কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন-কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, সাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং, ফোল্ডিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা; প্রকল্প এলাকার প্রায় ১.৪০ লাখ হস্তচালিত তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা; তাঁতিদেরকে উন্নত ও মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা।

ফলাফল/সুবিধাভোগীঃ

৩টি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার হতে বছরে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১.৪০ লাখ হস্তচালিত তাঁতে নিয়োজিত তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা হবে।

৮। বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য 'মসলিন' এর সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১২১০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি বের করা।
- পরীক্ষামূলকভাবে মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরি করা।
- "বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য" মসলিন এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, পার্বত্য জেলাসমূহ, কুমিল্লা, রাজশাহী এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য জেলা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

৯। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেন্টারে ০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৭০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।

প্রকল্প এলাকাঃ আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল; সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ; কাহালু, বগুড়া; কুমারখালী, কুষ্টিয়া; মেলান্দহ, জামালপুর এবং কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ দেশে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি এবং তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; ভোক্তার রুচি ও পছন্দ এবং পরিবর্তিত বাজার চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন; প্রান্তিক তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সর্বোপরি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রতি বছরে ১৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট হতে প্রতি বছর ৫০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের ডিপ্লোমা ডিগ্রি, ২৪০ জনকে সার্টিফিকেট কোর্স প্রশিক্ষণ এবং ১৫০ জনকে শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত এ ২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপিত হলে দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে তাদের উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১০। শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ২৫৩৩০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ শিবচর, মাদারীপুর এবং জাজিরা, শরীয়তপুর।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ উন্নত পরিবেশে তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, তাঁতিদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ তাঁতি পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রত্যেককে আবাস-কাম-কারখানা স্থাপন এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ১২০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। তাঁতিদের মাঝে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া, প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ সরবরাহে সহায়তা দান, কারিগরি সেবা ও সুবিধাদি প্রদান প্রভৃতি সম্প্রসারণমূলক কার্য পরিচালনা করা হবে। এতে তাঁতিদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাঁদের দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

১১। বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ নরসিংদী সদর, নরসিংদী

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স যুগোপযোগীকরণ, অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ; প্রতি বছর ১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

আউটপুটঃ প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করা সম্ভব হবে; নারী ও পুরষ মিলিয়ে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে; গুণগত মানসম্পন্ন কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; দেশের বস্ত্রখাত তথা তৈরি পোশাক শিল্পে এর অবদান বৃদ্ধি পাবে।

১২। দেশের তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ এবং তাঁতের আধুনিকায়ন

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১৯ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন ৩০টি বেসিক সেন্টারের ভৌগোলিক এলাকা।

আউটপুটঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৩৪৬৫০টি তাঁতের অনুকূলে তাঁতিদের মাঝে ঋণ বিতরণ সম্ভব হবে, ১৫০০টি তাঁতকে আধুনিকায়ন করা হবে; বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে; ১০ হাজার তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; ১১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইটি-র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; বছরে প্রায় ৫ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন হবে।

১৩। শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৭২২০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত

আউটপুটঃ বর্তমানে উৎপাদিত নকশি পণ্য ১০ লাখ পিছ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ লাখ পিছে উন্নীত হবে। বর্তমানে উদ্যোক্তার সংখ্যা ৩৭৬ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০০ জনে উন্নীত হবে। বর্তমান কর্মসংস্থান ৩ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লক্ষে উপনীত হবে। প্রশিক্ষিত কর্মী ৩ লক্ষ হতে ৪ লক্ষ হবে।

অনুমোদনের অপেক্ষাধীন প্রকল্পসমূহ ঃ

১। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ মিরপুর, ঢাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, (খ) তাঁত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং (গ) পরিবর্তিত বাজারে ভোক্তার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন এবং দক্ষ ডিজাইনার ও মানব সম্পদ তৈরি করা।

আউটপুটঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বেসিক সেন্টার মিরপুর, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র, তাঁত গবেষণা কেন্দ্র, তাঁত ব্যাংক, হ্যান্ডলুম আর্কাইভ ও অন্যান্য প্রয়োজনে একটি ১৩,০০০ বর্গফুট/ফ্লোর ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন (১টি বেইজমেন্টসহ) নির্মাণ হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে তাঁত বোর্ডের সুন্দর/মনোরম কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে। যার ফলশ্রুতিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হবে ও দাপ্তরিক কাজকর্মের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

২। জামদানি শিল্পের উন্নয়নে-প্রদর্শনী-কাম বিক্রয় কেন্দ্র ও জাদুঘর, বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩২২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ উৎপাদিত জামদানি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, (খ) তাঁতশিল্পীদের জন্য বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা; (গ) দেশে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি এবং তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, (ঘ) পরিবর্তিত বাজারে ভোক্তার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন এবং দক্ষ ডিজাইনার ও মানব সম্পদ তৈরি করা এবং (ঙ) সর্বোপরি, তাঁতশিল্পীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৩। ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩৫০০০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) উন্নত পরিবেশে তাঁতি এবং তাঁতি পরিবারের আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান ও তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, (খ) প্রান্তিক তাঁতিদের আবাস-কাম-কারখানা স্থাপনের জন্য প্লট বরাদ্দ প্রদান, (খ) তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্যের নকশা উন্নয়ন, (গ) উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং (ঘ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁত বস্ত্র রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান।

৪। তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল; উল্লাপাড়া ও বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এবং রানীনগর-নওগাঁ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) পরিবর্তিত বাজার চাহিদা এবং ক্রেতার পছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁত পণ্যের নকশা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় তাঁতজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণ (খ) গ্রামীণ বেকার তাঁতি সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ এবং (গ) সর্বোপরি, বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তাঁত শিল্পকে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরা যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৫। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় হোসিয়ারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ হোসিয়ারি শিল্পে নিয়োজিত জনবলকে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নত যন্ত্র ব্যবহার, সুতা রংকরণের জন্য ডাইং ল্যাব ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচি

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি।

আউটপুটঃ ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বছরে ৯০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে

বিপণনের সুবিধার্থে প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ৩০,০০০ তাঁতের অনুকূলে চলতি মূলধন সরবরাহ করা হবে। ফলে ৯০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বর্ণিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও বর্তমান সরকারের সময়ে তাঁতশিল্পে অর্জিত অন্যান্য সাফল্যসমূহঃ

✍ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে শুল্কমুক্তভাবে (৫% এর অধিক) সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির বিষয়টি মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ৪ জুন, ২০১৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এসআরও জারি করা হয়।

✍ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক বিটিএমসি এর মিলসমূহে উৎপাদিত সুতা নির্ধারিত মূল্যে মিল গেট হতে সরাসরি তাঁতিদের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

✍ তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৪৪,৭৪০ জন তাঁতিকে ৬৬,৯১৬টি তাঁতের অনুকূলে ৭৭১৭.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

✍ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে এ পর্যন্ত মোট ১৪,৫৩৫ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী হতে ৩২১ জনকে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে।

✍ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সার্ভিস সেন্টারসমূহ হতে ৩,০৬,১২৫ কেজি সুতায় বয়নপূর্ব সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৬১২.০২ লক্ষ মিটার কাপড়ে বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে।

✍ কৃষকের ন্যায় তাঁতিদেরকেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে ১০.০০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

✍ ২২ বছর যাবত অবৈধ দখলে থাকা মিরপুরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ৪০.০০ একর জমির মধ্যে ৩.০০ একর জমি গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে এবং ৩৭.০০ একর জমির রেজিস্ট্রেশন গত ১০-০৭-২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

✍ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের সংখ্যা ০২টি হতে ০৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

✍ তাঁত বোর্ডের সার্ভিস সেন্টারসমূহের তাঁত বস্ত্র সার্ভিস প্রদানের ক্ষমতা ৪ কোটি মিটার হতে ৪২.৩২ কোটি মিটার কাপড়ে উন্নীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

✍ ৩৬৬০টি 'কান্ট্রি-অব-অরিজিন' সনদ প্রদানের মাধ্যমে ১১,১৪,৭৪,৪৯৫.৩৮ মার্কিন ডলার মূল্যমানের রপ্তানি আয় হয়েছে।

✍ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চলমান ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এটুআই এর সহযোগিতায় "e-loan management system for the weavers" শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিগত ১৬ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ব্যয় ১৫৫৭ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। অপরদিকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে অন্যান্য সরকারের সময়ে ২৫ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সর্বমোট ব্যয় ৬৫ কোটি ৪২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাঁতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার শতকরা ২৮ ভাগ হতে ৬০ ভাগ পূরণ করতে সক্ষম হবে। তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত বস্ত্রের অবদান বৃদ্ধি পাবে। ফলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কাজেই আমরা বলতে পারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তাঁত বান্ধব সরকার।

গল্প কবিতার বঙ্গবন্ধু

মোঃ রবিউল ইসলাম
লিয়াজোঁ অফিসার, বেসিক সেন্টার-টাঙ্গাইল
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

গোপালগঞ্জের পাটগাতির টুঙ্গিপাড়া গ্রাম
জন্ম নিল একটি শিশু শেখ মুজিব তাঁর নাম।
পিতার নাম লুৎফর রহমান, সায়েরা খাতুন মাতা
চার বোন তাঁর ফাতেমা, আছিয়া, লাইলী, হেলেন, আবু নাসের ভ্রাতা।

সাত বছরে প্রাথমিকে করলেন পাঠ শুরু
তরুণ বয়সেই বুঝিয়ে দিলেন, হবেন একদিন রাজনীতির গুরু।
আইন নিয়ে পড়তে গেলেন কলেজ ইসলামিয়া
'৪৭ এ ফেরেন মুজিব বিএ ডিগ্রি নিয়া।

তার পরেতে ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রতিষ্ঠা করেন ছাত্রলীগ নিবেদিত ছাত্র সমন্বয়ে।
'৪৮ এ গণপরিষদে করেন ঘোষণা খাজা নাজিমুদ্দিন
উর্দুই হবে রাষ্ট্র ভাষা, বাংলার শেষ দিন।

কে মানে সে কথা?
আমাদের তো রয়েছেন সেই তেজদীপ্ত নেতা।
'৫০ এ তে শেখ মুজিব হলেন জেলে বন্দী
সেখান থেকেও বাংলা প্রতিষ্ঠার করেন নানান ফন্দি।
'৫৪ এর নির্বাচনে জিতলেন মুজিবুর রহমান

প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলীম লীগের শক্তিশালী ওয়াহিদুজ্জামান।
একই বছর কৃষি ও বনে হলেন মুজিব মন্ত্রী
সইলোনা ঘটে, পেছনে তাঁর হাজার ষড়যন্ত্রী
'৫৮ তে আইয়ুব খান করলেন সামরিক শাসন জারি
নিষিদ্ধ হল রাজনীতি, আটক মুক্তি, মুক্তি আটক জীবন করলো ভারী।
'৬৬ তে ছয় দফা করলেন মুজিব ঘোষণা
এটাই আমাদের বাঁচার দাবি, স্বায়ত্তশাসনের প্রেরণা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আসামী হলেন নেতা
বলল তারা, এ তো বিচ্ছিন্নতাবাদী, চায় পূর্বের স্বাধীনতা!
মিছিল হল, মিটিং হল, হল কারফিউ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ
নেতাকে মুক্ত না করে ফিরবোনা ঘরে, হারবো না এই জঙ্গ।

রেসকোর্স ময়দানেতে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি পেলেন মুজিব
বাংলাদেশের মুক্তির তরে হলেন আরো সজিব।
'৭০ এর নির্বাচনে হালে পানি পেল না ভুট্টো সাহেব
এই নির্বাচন মানিনা, সব করতে হবে গায়েব!
'৭ ই মার্চ ভারাক্রান্ত মনে হাজির হলেন নেতা
যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর,
রক্ত দিয়ে আনবো কিনে প্রিয় স্বাধীনতা।

তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
বীর বাঙ্গালী নেমেছে রণে, হারতে তাঁরা জানেনা।
যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে হবে লড়তে
বুকের রক্ত ঢেলে দেব স্বাধীন বাংলা গড়তে।

'২৫ মার্চ রাত্রিরেতে হায়েনার কামান গর্জে উঠল খুব
বিশ্ববাসী দেখল ভয়াল আগ্রাসনের রূপ।
'২৬ মার্চ ওয়ারলেসে করলেন মুজিব ঘোষণা
আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, সর্বশেষ সৈন্য উৎখাত ছাড়া ঘরে ফিরে এসো না
হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে, ছাত্র, কৃষক, জনতা
অস্ত্র ধরে আনতে হবে প্রাপ্য এই স্বাধীনতা।
বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর
জয় বাংলার শোগানেতে কাঁপল ইয়াহিয়া, নিয়াজি থরথর।

৯ মাসের যুদ্ধ শেষে ৩০ লক্ষ প্রাণ
২ লক্ষ মা-বোন তাঁর হারাল স্বীয় মান।
মুক্ত হয়ে দেশ গড়তে নিলেন মুজিব দায়িত্ব
ক্ষুধা, দারিদ্র্য মুক্ত করে, বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করতে হবে পোক্ত।

হায়েনারা চলে গেল, রেখে গেল চ্যালা
সুযোগ বুঝে করলো তারা রক্তের হোলি খেলা।
১৫ আগস্ট জাতির তরে এমন একটি দিন
কাঁদো বাঙালি কাঁদো, জীবন দিয়েও হবে না শোধ তাঁর ভালোবাসার ঋণ।
জগৎ মাঝারে নেইকো পিতা, হৃদ মাঝারে থাকো
তারা হয়ে আকাশ হতে এই বাংলা দেখে রেখো।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা

কামনাশীষ দাস
মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে তার "সভ্যতার সংকট" প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "আজও আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তা আসবে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে, চরম আশ্বাসের কথা শোনাবে পূর্ব দিগন্ত থেকেই।" বাঙালির ভাগ্যাকাশে সেই ত্রাণকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বাঙালির কাছ থেকে ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল পাকিস্তানের জনগণের ভাষা উর্দুকে এ দেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু তাদের সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন বাঙালির ত্রাণকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আজীবন মাতৃভাষাপ্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে, ১৯৪৮ সালে রাজপথে আন্দোলন ও কারাবরণ, পরে আইনসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি বাংলা ভাষাকে তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর কাছে। এক কথায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিহাসের অনন্য দৃষ্টান্ত।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। এ সময় নবগঠিত দুটি প্রদেশের মধ্যে পূর্ববাংলার প্রতি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ভাষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরপর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক "ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা" গ্রন্থে উলেখ করেন, "সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান।" প্রস্তাবগুলো ছিল "বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এবং জনগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।" এভাবেই ভাষার দাবি বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ববাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর সরাসরি ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীর সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবিসংবলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইশতেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ঐতিহাসিক এই ইশতেহারটি একটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম "রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইশতেহার-ঐতিহাসিক দলিল।" ওই পুস্তিকাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এই ইশতেহার প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।

সে সময়ের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মিলনকেন্দ্র ছিল ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলির "ওয়ার্কার্স ক্যাম্প"। ভাষা আন্দোলনের সপক্ষের কর্মীবাহিনী এখানে নিয়মিত জমায়েত হতো এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার নানা কর্মপরিকল্পনা এখানেই নেওয়া হতো। শেখ মুজিব, শওকত আলী, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ নেতা ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রাণশক্তি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ১৫০ মোগলটুলি বিরোধী রাজনীতির সূতিকাগার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কলকাতা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, জহিরুদ্দীন, নঈমুদ্দিনের মতো নেতারা প্রথমে ১৫০ মোগলটুলিতেই জমায়েত হতো। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এই সংগঠনটির ভূমিকা খুবই স্মরণীয়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের ১০ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা, সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা।

তমুদ্দিন মজলিসের আহ্বানে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তমুদ্দিন মজলিস প্রধান অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে দলে দলে এ সমাবেশে যোগদান করে। এ ধর্মঘটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহসী ভূমিকা রাখেন। ওইদিন মিছিলের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে তমুদ্দিন মজলিস ও মুসলিম ছাত্রলীগের যৌথ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, মুহাম্মদ তোয়াহা, আবুল কাসেম, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের বাংলা ভাষাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। এতে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমুদ্দিন মজলিস, ছাত্রাবাসগুলোর সংসদ প্রভৃতি ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানের দুজন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। এই পরিষদ গঠনে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম সফল হরতাল। এই হরতালে তরুণ শেখ মুজিব নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন। ভাষাসৈনিক অলি আহাদ তার "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫" গ্রন্থে লিখেছেন, "আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ মার্চ ঢাকায় আসেন। পরের দিন হরতাল কর্মসূচিতে যুবক শেখ মুজিব এতটাই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, এ হরতাল তাঁর জীবনের গতিধারা নতুনভাবে প্রবাহিত করে।" মোনায়েম সরকার সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ জীবন ও রাজনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে, "স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তার প্রথম গ্রেপ্তার।" ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তদানীন্তন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে জেলখানায় আটক ভাষা আন্দোলনের কর্মী রাজবন্দিদের চুক্তিপত্রটি দেখানো হয় এবং অনুমোদন নেয়া হয়। কারাবন্দি অন্যদের সঙ্গে শেখ মুজিব চুক্তির শর্ত দেখেন এবং অনুমোদন প্রদান করেন। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক শেখ মুজিবসহ অন্য ভাষাসৈনিকরা কারামুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেন। ওইদিন দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, আবদুল মতিন, শামসুল হক প্রমুখ যুবনেতার কঠোর সাধনার ফলে বাংলা ভাষার আন্দোলন সমগ্র পূর্ববাংলায় একটি গণআন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। জনসভা, মিছিল আর স্লোগানে সমগ্র বাংলাদেশ যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। রাস্তায়, দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" ১৯৪৯ সালে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েও বঙ্গবন্ধু দু'বার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেও নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন "১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।" রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন যেমন- আবদুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, কামারুজ্জামান, আবদুল মমিন তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এবং পরে হাসপাতালে থাকাকালীন আন্দোলন সম্পর্কে চিরকুটের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাতেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী "একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা"- প্রবন্ধে লিখেছেন, "শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়ে আন্দোলনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন।"

জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। সোহরাওয়ার্দী এই অবস্থানে দৃঢ় থাকলে ভাষা আন্দোলন অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত। এই ধারণা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেন, "সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়েছি। তাই ওই বছর জুন মাসে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলা ভাষার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি। ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন।" ওই বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ২৯ জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় মাওলানা ভাসানীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বাংলা ভাষার পক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে শেখ মুজিব সক্ষম না হলে শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ত।" ২৭ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আতাউর রহমান খান ওই সভায় সভাপতিত্ব করার সময় অসুস্থতাবশত এক পর্যায়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে সভাপতির লিখিত ভাষণ পাঠ করেন কামরুদ্দিন আহমদ। ওই প্রতিনিধি সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের পরও বাংলা ভাষাকে ছেড়ে যাননি। ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর্বে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন, সংসদের দৈনন্দিন কার্যাবলি বাংলায় চালু প্রসঙ্গে তিনি আইনসভায় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকী পালনেও বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সেদিন সব আন্দোলন, মিছিল এবং নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট প্রণীত ২১ দফার প্রথম দফা ছিল "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সমকালীন রাজনীতি এবং বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। ১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। ৭ ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জাতীয় ভাষাসংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, "পূর্ববঙ্গে আমরা সরকারি ভাষা বলতে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝি না। কাজেই খসড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভাষা সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা কুমতলবে করা হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্নে কোনো ধোঁকাবাজি করা যাবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে, বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হোক। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আইনসভার অধিবেশনেও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রথম সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান প্রণীত হয়। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। যে সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশে বলা হয়, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তাঁর ভালোবাসা আছে এ

কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।"

আজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে বাংলা ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। আজ পৃথিবীর সব রাষ্ট্র শুধু দিবসটি পালন করছে তা নয়, বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মাতৃভাষার জন্য বাঙালির ঐতিহাসিক আত্মত্যাগকে। বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বে মাতৃভাষার জন্য সেদিন যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, সে চেতনায় ধাবিত হয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যতকাল লেখা হবে, পড়া হবে, বলা হবে, ততকাল বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে বারবার ফিরে ফিরে আসবেন। মুজিববর্ষ ২০২০ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

তথ্য সূত্রঃ

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান;

২. কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমান;

৩. ভালোবাসি মাতৃভাষা, ভাষা-আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, মার্চ ২০০২;

৪.আমার দেখা আমার লেখা, গাজীউল হক, ২০১৬;

৫. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খন্ড, সুবর্ণ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৭;

৬. ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, দৈনিক আমাদের সময়, প্রকাশ: ২২.০২.২০১৯;

৭. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ- কতিপয় দলিল, ২য় খন্ড, বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ ।

ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
লিয়াজোঁ অফিসার, বেসিক সেন্টার-রাজশাহী
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম তোঁমার শ্রেষ্ঠ বঙ্গ সন্তান
খোকা বলে ডাকত তোমায় শেখ মুজিবুর রহমান।
ধন্য বঙ্গ, ধন্য টুঙ্গিপাড়া, তোমার ছোঁয়ায় ধন্য এ বসুন্ধরা।

৫২, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সবখানে রয়েছে তোমার অবদান
৭০'এর নির্বাচনে ধরলে নৌকার হাল
তখনি পাক ফেলল ষড়যন্ত্রের জাল।

রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ
আজ হায়েনাদের বুকে জাগে কাঁপন।
সেদিনের সেই মুক্তির সনদ, নয় মাস পর
ফিরে পেল বাঙালিরা মসনদ।

প্রথম বাঙালি, বাংলায় ভাষণ দিলে জাতিসংঘে
তুমি ছাড়া এ সাহস ছিলনা কারো এ বঙ্গে।
তোমার অসীম সেই সাহসী সব কথা
আজ সারাবিশ্বে রয়েছে গাঁথা।

সারা দুনিয়া করবে পালন মুজিব শতবর্ষ
প্রতিটি বাঙালির হৃদয় আজ, সেথে হবে শতহর্ষ।
সবার প্রিয়, হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, অবিসংবাদিত নেতা
তোমার জন্য, স্বাধীন আজ আমার বঙ্গমাতা।

তাই জন্ম শতবর্ষে আমাদের কামনা
জয় বাংলা বলে রেসকোর্সে ফিরে এসোনা? বঙ্গবন্ধু আরেক বার ॥

দ্বীন ইসলামের খেদমতে বঙ্গবন্ধুর অবদান

হাফেজ মাওলানা মোঃ আব্দুলাহ আল মামুন
উচ্চমান সহকারী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, একটি নতুন মানচিত্রের অমর রূপকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদার চেতনার অধিকারী একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি কখনও ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। ইসলাম ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎসাহী করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশকে সব ধর্মের সব মানুষের জন্য শান্তির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা সচেষ্ট। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণার্থে গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকরী নানাবিধ ব্যবস্থা।

তিনি যেমন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মহান স্থপতি, তেমনি বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের স্থপতিও তিনিই। এ দুটি অনন্য সাধারণ অনুষঙ্গ বঙ্গবন্ধুর জীবনকে দান করেছে উজ্জ্বল মহিমা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সপ্তম পূর্বপুরুষ ছিলেন দরবেশ শেখ আউয়াল। (শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, পিতা শেখ আবদুল হামিদ, পিতা শেখ তাজ মাহমুদ, পিতা শেখ মাহমুদ ওরফে তেকড়ী শেখ, পিতা শেখ জহির উদ্দিন, পিতা দরবেশ শেখ আউয়াল)। তিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)-এর প্রিয় সঙ্গী ছিলেন। ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি বাগদাদ থেকে বঙ্গে আগমন করেন। পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তর-পুরুষেরা অধুনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। জাতির পিতা হচ্ছেন ইসলাম প্রচারক শেখ আউয়ালের সপ্তম অধঃস্তন বংশধর। বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। নানার নাম ছিল শেখ আব্দুল মজিদ। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের সুখ্যাতি ছিল সূফী চরিত্রের অধিকারী হিসেবে। জাতির পিতা নিজেও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও ইসলামি তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমি' নামক তৎকালীন দুটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত একটি বড় সংস্থা হিসেবে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে নানাবিধ কার্যক্রমের পাশাপাশি বৃহত্তর কলেবরে ২৮ খন্ডে ইসলামি বিশ্বকোষ, ১২ খন্ডে সিরাত বিশ্বকোষ প্রকাশ করে ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে।

ইসলামের পথে আহবানের অন্যতম কাজ দাওয়াত ও তাবলীগের মারকাজ বা কেন্দ্র নামে পরিচিত কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণ কল্পে রমনা পার্কের অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় কাকরাইল মসজিদকে জমি দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্ব ইজতেমা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তুরাগ নদীর তীরবর্তী জায়গাটি প্রদান করেন। সেখানেই আজ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষে সমর্থন করেন এবং এ যুদ্ধে বাংলাদেশ তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লাখ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী পাঠানো হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অধিবেশনে যোগদান করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়েই দ্বীন ইসলাম প্রিয় বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বাংলাদেশের স্থান করে নেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতাদের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন তাতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার ন্যায় একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচির মধ্যে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; হজ্ব ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার; জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্লাজা' স্থাপন; আশকোনা হজ্বক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি; রেকর্ড সংখ্যক হজ্বযাত্রী প্রেরণ; হজ্ব ব্যবস্থাপনায় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি; মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থান ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি; শিশু ও গণশিক্ষা এবং কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ; কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান প্রদানসহ দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অসংখ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেন। যা বর্তমান সরকার এবং দ্বীন ইসলাম প্রিয় মুসলমানদের মধ্যে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতাদের কাছে বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা, মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদের উন্নয়নে বিশাল অঙ্কের বাজেট অনুমোদন করে ইসলামের খেদমতে ধারাবিহকভাবে বিশাল অবদান রাখছেন। যা দ্বীন ইসলামের জন্য এক মাইলফলক।

বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শের অনুসরণে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এ দেশে দ্বীন ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে একের পর এক উন্নয়মূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি বাংলাদেশ ইসলামী আদর্শের এক রোল মডেলে পরিণত হচ্ছে। ইসলামি খেদমতের সম্প্রসারণে বাকি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হায়াতে তায়্যিবা দানসহ সকল প্রকার গায়েবী সাহায্য প্রদান করুন।

পরিশেষে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। মহান রবের দরবারে প্রার্থনা, আখেরাতের শস্যক্ষেত্র এই পৃথিবীতে ইসলামের খেদমতে যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম তিনি করে গেছেন তার বিনিময়ে সদকায়ে জারিয়াহ কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখুন। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমিন।

টুঙ্গীপাড়ার সেই ছেলেটি

মোঃ সাদমান সাকিব (লিয়ন)
তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল

টুঙ্গীপাড়ার একটি ছেলে
শেখ মুজিবুর নাম
এই দেশে সেই ছেলের এখন
অনেক অনেক দাম।
মুজিব নামের এই ছেলেকে
তোমরা সবাই চেনো
ছন্দ-ছড়ায় আজ ছেলেটির
জীবনখানা জেনো।
ছোট্ট বেলায় ছিল সে যে
খুব সাহসী বালক
চোখ দুটি তার ছিল যেন
প্রজাপতির পালক।
মন ছিল তার স্বপ্নে রাঙা
আবেগ ছিল প্রাণে
আকুল হতো মুক্ত হতো
দোয়েল পাখির গানে।

অনির্বাণ

তাসমীম সুবাহ্ রওনক
সপ্তম শ্রেণি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

বঙ্গবন্ধু তুমি ছিলে সবার বুকের মাঝে
তুমিই মোদের বুঝিয়েছিলে স্বাধীনতার মানে।
তুমি মোদের দেখিয়েছিলে স্বাধীনতার স্বপ্ন
তুমি মোদের দিয়েছিলে স্বাধীনতার মন্ত্র ।

তুমিই তো বাঙালিকে করেছিলে জাগ্রত
তাই তো বাঙালি ধরেছিল শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র
তোমার জন্যই উঠেছিল স্বাধীনতার সূর্য
তোমার জন্যই বাঙালিরা হয়েছিল মুক্ত।

তুমিই তো বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে সাজিয়েছিলে
সবার মাঝে উৎসাহের সঞ্চার করেছিলে।
ঘাতকরা তোমায় হত্যা করে
বাংলার অগ্রগতি দিয়েছিল থামিয়ে।

তোমার স্বপ্ন বুকে নিয়ে, আজ ও বাঙালিরা যাচ্ছে এগিয়ে।
বাঙালির বুকের মাঝে তুমি ছিলে, আছো, থাকবে
বাঙালিরা আজীবন তোমায় স্মরণ করবে।
তুমিই মোদের স্বপ্নদ্রষ্টা
তুমিই অনির্বাণ।

জাতির পিতা

মোঃ মতিউর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
বাতাঁবো, কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)

তুমি এই বাংলার কোটি মানুষের-
শ্রদ্ধাভরা ভালোবাসার-ই নাম
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি মুক্তিকামী বাংলার জনতা-
এবং বীর সেনাদের সম্মান
তুমিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে-
মুক্ত এক মানবতার-ই নাম
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি শোষণের হাতকে ধ্বংস করার-
বলিষ্ঠ এক নেতৃত্বের-ই নাম
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তুমি এই বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ-
গর্বিত মায়ের গর্বিত সন্তান
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
যতদিন থাকবে এই বাংলায়-
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান
তুমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সুতোয় বুনা স্বপ্ন

মেহেরী আফসানা
পরিসংখ্যানবিদ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

কনক বিবির মনটা আজ খুব খারাপ। বাড়ির বারান্দায় বসে একটু পর পরই ডেকে চলেছেন, " নয়ন, ও নয়ন"। কনক বিবির চোখে ছানি পড়েছে বহুদিন হয়ে গেছে। চোখে আর তেমন দেখতে পাননা বললেই চলে। ছেলে নয়নই তার চোখের মনি। কনক বিবির মনে পড়ে যায় তার স্বামীর কথা। ছেলের জন্মের পর প্রথম দেখেই বলেছিলেন, "ছেলের চোখ তো মায়ের চোখের মতোই সুন্দর হইছে। মায়ের নয়নের মনি হইবো আমার ছেলে নয়ন।" কনক বিবির বুকটা ভারি হয়ে আসে। আজ ছাব্বিশে মার্চ। চারিদিকে দেশের গান বাজছে। স্বাধীনতা দিবসের অনেক আয়োজন এবার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের একশ বছর উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরেই অনেক আয়োজন চলছে। এইদিকে তার ছেলেটার কোনো খোঁজ নেই। গত দুই মাস ধরেই বাড়িতে খুব একটা থাকেনা। ছেলের বৌকে জিজ্ঞেস করেছেন কয়েকবার। সে নিজেও কিছু বলতে পারেনা। মাঝে কয়েকদিন দৈনিক ভাড়ায় একটা অটোরিকশা চালাতো নয়ন। অটোর মালিক সুলতান মিয়া এসে সেদিন বলে গেলো অনেকদিন ধরে নাকি তার গাড়িও আর চালায়না ছেলেটা। দুশ্চিন্তা হয় কনক বিবির। চোখেও তো দেখতে পাননা যে ছেলেকে খুঁজতে যাবেন। বারান্দা থেকে উঠে ঘরে গিয়ে স্বামীর চাদরটা বের করেন বাক্স থেকে। চাদর কোলে নিয়ে বসে ভাবেন, উনার খুব ইচ্ছে ছিলো নয়ন বড় হয়ে তার মতো তাঁতের কাজ করবে। স্বাধীনতার আগে নয়নের বাবা- চাচারা সবাই তাঁতের কাজ করতো। তাদের বাড়ির পাশে বড় ঘরটাতে তাঁতের মেশিন ছিলো। কনক বিবি মাঝে মাঝে সেখানে গেলে নয়নের বাবা তাকে বলতেন, " খাঁটি জিনিস এইগুলা বুঝলা। এই কাপড়ে দেশের গন্ধ পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হইলে আরও বড় কইরা শুরু করমু। আর তোমারে সব সময় এই তাঁতের শাড়ি পরতে দিমু। ততদিনে আমার পোলাটাও বড় হইয়া যাইবো। ওরে আমি নিজের হাতে কাজ শিখামু, বুঝলা নয়নের মা।" তার আশা পূরণ হয়নি। পাক হানাদার যখন এই এলাকায় আসে তখন সবার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। উত্তর পাড়ার আগুন দেখেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলো তারা। পরে এসে শুধু ছাই পেয়েছিলো তারা। ভাঙা আর আধা পোড়া তাঁতগুলো পড়ে ছিলো সেখানে। কিছুদিন পরে মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্র পৌঁছাতে গিয়ে ধরা পড়ার পর আর ফিরে আসেনি নয়নের বাবা। শুনেছেন মুক্তিবাহিনীর খবর জানতে তার খোঁড়া পায়ের উপর নাকি অনেক অত্যাচার করেছিলো ওই পিশাচগুলো। কিন্তু কনক বিবি জানেন তার স্বামী খবরের বললে জীবনটাই দিয়ে দিয়েছেন। তার স্পষ্ট মনে আছে, রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে বলেছিলেন, আমার পা টা যদি ঠিক থাকতো তবে এই মাটিতে জানোয়ারগুলার পা রাখতে দিতামনা।" পাক বাহিনী এলাকায় জ্বালাও পোড়াও করে যাওয়ার পর নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাঁতের ঘরের সামনে এসে ভেজা চোখে বলেছিলেন, "দেখবা বৌ, একদিন আমার দেশ স্বাধীন হইবো। আমি আবার শুরু করমু। এই কাপড় দিয়া মানুষ আমার দেশরে চিনবো। "কনক বিবি ভাবেন তার স্বামীর কথাই সত্যি হলো। শুনেছেন অনেক জায়গায় তাঁতপল্লি হচ্ছে এখন। দেশে বিদেশে তাঁতের কাপড়ের মেলাও নাকি হয়। তার বড় নাতনী এইসব খবর জানায় তাকে। কনক বিবির মতো তার নাতনীরও তাঁতের কাপড়ের প্রতি অনেক টান। কিন্তু নয়নকে নিয়ে তার বাবার আশা পূরণ হলোনা। অনেকবার বলেও ছেলেটাকে তাঁতের কাজে পাঠাতে পারেননি। বড় অভিমান জমে আছে ছেলেটার মনে। তার কথা হলো, কি পাবে এই তাঁত থেকে! না আছে মুনাফা আর না আছে স্বীকৃতি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন কনক বিবি। ছেলের বৌকে ডেকে বলেন, ও ময়নার মা, দুইদিন ধইরা পোলাডার কোনো হদিস নাই, কোনো খোঁজ নিছো! উত্তর আসে, "দেখেন আপনার পোলায় জুয়া খেলা ধরছে নাকি আবার"। মুখ কালো হয়ে যায় কনক বিবির। শুয়ে চোখ বন্ধ করে পুরোনো দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকেন তিনি। কানে বাজে খট খট.. খট খট শব্দ। কখন চোখ লেগে গিয়েছিলো জানেননা। ঘুম ভাঙলো নাতনীর ডাকে" ও দাদী, আব্বায় আইছে। "কনক বিবি উঠে বসে ডাকেন" নয়নরে, কই আছিলি তুই বাপ? "নয়ন ঘরে ঢুকে তার কাছে এসে বসে। হাতের কাপড়ের ব্যাগ থেকে একটা শাড়ি বের করে মায়ের কোলে রাখে নয়ন। 'কি এইটা' বলতে বলতে হাতে নেন তিনি। হাতের স্পর্শেই বুঝে ফেলেন ছেলে কি এনেছে। নয়ন বলতে থাকে, "কিছুদিন আগে জমির চাচা এক মিটিংয়ে নিয়া গেছিলো। ওইখানে স্যারেরা কইলো, তাঁত কিনার টাকাও দিবো আবার সাথে কাজ শিখার ব্যবস্থাও কইরা দিবো। কাপড় বেচার উপযুক্ত ব্যবস্থাও নাকি তারাই করবো। তারপর থেইকা গত দুই মাস ধইরাই তাঁত পল্লিতে জমির চাচার সাথে কাজ করছি। তাঁতের কাপড়ের দিন ফিরছে আম্মা। আমি নতুন কইরা শুরু করুম আমার দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করতে হইবো। আমার বাপ-দাদার ভালোবাসার তাঁত সারা বিশ্বে নাম করবো আম্মা। তোমারেও আব্বার ইচ্ছা মতো তাঁতের শাড়িই পরতে দিমু আম্মা। শাড়িটা পইরা নেও। এলাকায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তুমি তোমার প্রিয় তাঁতের শাড়ি পইরা যাইবা আমার সাথে।" কনক বিবির ছানি পড়া চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। সেই পানি তার গাল বেয়ে কোলে রাখা শাড়ির উপর পড়ছে। হাতের স্পর্শেই বুঝে ফেলেন ছেলে কি এনেছে। তার জন্য সুতোয় বুনা স্বপ্ন এনেছে তার ছেলে নয়ন। তার স্বামীর প্রিয় তাঁতের শাড়ি।

একটি মুজিব

মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া
সদস্য (পবা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মুজিব এমন একটি নক্ষত্রের নাম
যে নক্ষত্রে কখনো গ্রহণ লাগেনা
যে নক্ষত্র কখনো খসে পড়েনা।

ষোল কোটি বাঙালির মন গগণে
চিরউদীয়মান তেজস্বী এ নক্ষত্র
ছড়িয়ে চলেছে জীবনের আলো।

মুজিব এমন একটি ফুলের নাম
যার পাপড়ি কখনো শুকোয়না
যার সৌরভ কখনো ফুরোয়না।

ষোল কোটি বাঙালির হৃদয়াঙ্গন
নিশিদিন সুবাসিত করে এ ফুল
কল্পলোকের কুকেনহফ থেকে।

মুজিব এমন একটি নেতার নাম
যার পদচারণায় ঝরে জীর্ণতা
বিকশিত হয় জীবনের পথ।

সাত কোটি বাঙালি নতজানু শির
উঁচু করে দাঁড়াতে শেখে
শিকল ভাঙ্গে গোলামির।

মুজিব এমন একটি পিতার নাম
যার পিতৃত্বের বিশালতার কাছে
হার মানে সীমাহীন আসমান।

সাত কোটি সন্তানের মুখ চেয়ে
জীবন বাজি রাখে যে পিতা
আমরা তাঁর গর্বিত সন্তান।

কতশত জনমের পুণ্যের ফলে
এমন সৌভাগ্য হতে পারে
একটি জাতির!

অবাক পৃথিবী বিস্ময়ে তাকিয়ে
ধরিত্রির এ মহান কিংবদন্তীর
ত্যাগের মহিমা দেখে।

বীর খোকা

আমীর ইনতিশার ইশমাম
৫ম শ্রেণি
শহীদ সুলিশা স্মৃতি কলেজ

টুঙ্গীপাড়ায় জন্ম নিল
বাঙলার বীর খোকা;
এক ভাষণে বলে গেল
পাক-হানাদার বোকা।

লেজ গুটাল প্রাণ ভয়ে
আমরা হলাম স্বাধীন;
এ জনমে শোধ হবেনা
খোকা বাবুর ঋণ।।

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতে তাঁত শিল্প ও শিল্পীর মূল্যায়ন কারিগর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (দা:প্রা:)
এসএফসি-কুমারখালী, কুষ্টিয়া
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

নেতার আগমন ও ৭ মার্চের স্বাধীনতার মন্ত্রমুগ্ধ ভাষণ এবং ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অদূরিদর্শিতার কারণে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ভিনদেশী ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এই বঙ্গভূমিতে প্রায় ২০০ বছর রাজত্বের নামে চলে বাঙালিদের ওপর ইংরেজ কোম্পানীর অমানবিক শাসন ও শোষণ। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সুযোগ ভিক্ষা করে এ দেশে প্রবেশ অতঃপর গড়ে তোলে বাণিজ্য। আর পরবর্তীতে সুকৌশলে সহজ সরল মানুষের অধিকার ছিনিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা। বিভিন্ন বৈষম্য আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষে চিরতরে বিতাড়িত হয়েছিল জালিম ইংরেজ অধ্যায়। কিন্তু রেখে গিয়েছিল দেশ ভাগের নামে ভাষাগত সংঘাত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থা চালু হলেও ভাষার দ্বন্দ্বে ১৯৫২ তে ভাষা আন্দোলন করে উর্দুকে সরিয়ে বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হন। এই ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পাকিস্তানি শাসকগণ ইংরেজদের দেখানো পথ অনুসরণ করার কারণে সমস্ত বাঙালির কাছে পাকিস্তানি শাসনের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। বিষয়টি বাঙালির মুজির নেতা হৃদয়ে ধারণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০ হয়ে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ডাক। এই কালজয়ী ভাষণের মাধ্যমে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সকল মানুষের কাছে পৌছাতে এবং একটি মন্ত্রপাঠ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন নেতা। হবেনইবা না কেন তিনিই একমাত্র বাংলাভাষী নেতা। বাংলা ভূখন্ডে ১২০০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষাভাষি শাসকেরা শাসন করেছেন। আসলে নেতা সমস্ত গ্রাম বাংলার মানুষের মনের কথা পাঠ করতে পারতেন। যার প্রেক্ষিতে বাঙালি হয়েও বিশ্ব দরবারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা হতে পেরেছেন। তিনি এটাও বুঝে ছিলেন বাঙালির পরিচয়ের ইতিহাস ১০০০ বছরের পুরনো। বাংলাদেশের পূর্ণতা সৃজনে এদেশের কৃষক, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার ও শ্রমিকশ্রেণি দেশের উন্নয়নে যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বারবার তাদের সৃজনশীল দক্ষতা ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, এ দেশ তাদের। তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড-ই আমাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক। এ দেশ শাসনে, যারা বাঙালি জাতির স্বার্থ-বিরোধী যে নীতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে, তা কোনদিন সফল হয়নি। তাদের আন্দোলন, সংগ্রাম এবং আত্মাহুতিই জাতির সমগ্র স্বার্থ রক্ষা করেছে। তার ফলে আজ বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে উন্নত অর্থনৈতিক শক্তির রাষ্ট্রের তালিকাভুক্তির পথে। এখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষণীয় অবস্থানে চিহ্নিত। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক পদক লাভই তার ফলশ্রুতি। তাঁর এই স্বীকৃতি বাঙালি জাতির গৌরবের নিদর্শন।

স্বাধীনতাত্তোর দেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন ছিল যথার্থ এবং যার সুফল স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর জনগণ ভোগ করছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী বছরগুলোতে স্বজনহারার আর্তনাদ, ধ্বংস, মহামারি, হতাশা, গানি ও দুর্ভিক্ষ থেকে সাড়ে ৭ কোটি জনগোষ্ঠীকে রক্ষার্থে জাতির পিতা হাল ধরেন এবং প্রণয়ন করেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাজেট। ১৯৭২ সালের বাজেটটি ছিল ধ্বংস থেকে নতুন শুরুর সংগ্রাম। পরাধীনতার গানি থেকে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে ৯ মাস পরে অর্জিত কাঙ্খিত স্বাধীনতা রক্ষা। স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই সরকার ও জনগণ শুরু করেন দুর্ভিক্ষের সাথে সংগ্রাম। মাত্র ০৩ বছরের মধ্যেই জাতি অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে পান। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী

সেনাশাসকগণ ১৯৭৫ সালে কলঙ্কিত হত্যাকান্ডের মাধ্যমে জাতিকে পুনরায় নেতৃত্বশূন্য করার চেষ্টা করেন। তাতে বাংলার কুসন্তানগণ সাময়িক আত্মতৃপ্তিতে গা ভাসালেও দ্রুত সেনাশাসকদের অবৈধ ক্ষমতা লুপ্ত হতে থাকে এবং জাতি পুনরায় গণতন্ত্রের ধারায় ফিরে আসে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ৪৯ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তি সমুন্নত হয়।

জাতির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন বুকে ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করে চলেছেন। যার প্রমাণ দেশের সর্বক্ষেত্রে সরকারের ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন। ডিজিটাল ব্যবস্থা মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। কথাটি অনেকাংশে সত্য। কেন না জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বল্প শিক্ষিত জাতি প্রযুক্তির ব্যবহার করে চলছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন, তন্তুজ যন্ত্রের ক্ষেত্রে ডিজিটাল তাঁত, চাষের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিসহ সর্বক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার দৃশ্যমান। যার ফলে অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। এখন দরকার শুধু অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে ভাগ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কৃষিক্ষেত্রে সরকারের ব্যাপক উন্নয়নের দৃষ্টি থাকায় খাদ্যে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিদেশেও খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এ দেশের একসময় চিত্র ছিল ভুখা মানুষের মিছিল ও খাদ্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরা। কিন্তু আজ খাদ্যাভাবে কোন মানুষকে এ দেশে মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায় না। তাই এখনই সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা সুদৃঢ় করা।

খাদ্য ঘাটতি থেকে আমরা বেড়িয়ে আসতে পেরেছি। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। এ দেশের ১৮ কোটি মানুষ ক্ষুধামুক্ত। কথাটি শুনলে যে কোন নাগরিকের গর্ববোধ হবে। আমরা জাতিগত ভাবে অলস, দান-ভিক্ষা নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিচয় ছিল না, এ কথাটি এখন আর সত্য নয়। আমাদের মোট ৭০ শতাংশ জনগণ কৃষক। তারা কৃষি কাজে বিপ্লব ঘটিয়েছে। কিন্তু এ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ২০ শতাংশ তাঁত-শিল্পী এখনও অবহেলিত। তাদের জন্য সরকারের আরও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ২৫০০ বছর আগে ব্যাবিলনের রাজণ্যকূল মসলিন বস্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিচয় লাভ করে। সেই তার নির্মাতারা এখন বিলুপ্ত প্রজাতির অংশ। কৃষককূল যেমন দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটিয়েছে তেমনি তন্তুবায়কূলও বস্ত্র-সংকট নিরসন করেছে। অথচ তাদের স্বপ্নের জীবন বাস্তবায়িত হয় নি, দূর হয়নি দারিদ্র্য। কিন্তু এখনও কাতান, সিল্ক ও সুতি কাপড় উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে সুদৃঢ় স্থানে অবস্থান করছে। পোশাক শিল্প অর্থনীতিতে প্রায় ৩০ শতাংশ অবদান রাখছে। কিন্তু শিল্পপতিদের দ্বারা তৈরি গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা আনতে সফল হলেও আজ অবধি প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের তাঁত-শিল্পীদের জীবনে কোন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এ দেশের হাতে গোনা ৩/৪ টি তাঁতবহুল এলাকার পরিচয় বিদ্যমান।

জেলাগুলো হল কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও টাঙ্গাইল। অথচ বাংলাদেশের ৬৪ জেলাতেই তাঁত-শিল্পী আছে। তারা তাদের বাপ-দাদার সনাতন পদ্ধতির তাঁত বস্ত্র আজও উৎপাদন করে চলেছে এবং যথাযথ উৎপাদিত বস্ত্রের বাজার ব্যবস্থা না থাকায় তারা পুঁজি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। যদি এদের দক্ষতা মূল্যায়নের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হতো, তাহলে তাঁত-শিল্পীগণ তাদের নিপুণ কর্মদক্ষতা দিয়ে আবার বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের বস্ত্র ঐতিহ্য নতুন করে চেনাতে সক্ষম হত।

তাঁত-শিল্পীদের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো হল ঃ ০১) মূলধনের অভাব ০২) সুলভমূল্যে সুতা ক্রয়ের ব্যবস্থা না থাকা ০৩) বাজার ব্যবস্থা না থাকা ০৪) ৬৪ জেলায় তাঁত বস্ত্র বিপণন ব্যবস্থা না থাকা ০৫) সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ না থাকা ০৬) উৎপাদিত পণ্যের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন না থাকা ০৭) দেশি বস্ত্র পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়া ০৮) প্রযুক্তির ব্যবহারের অপ্রতুলতা ০৯) শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার অভাব ১০) ব্যবসা ক্ষেত্রে মহাজনদের দৌরাত্ম ১১) পেশা ভিত্তিক মূল্যায়ন না থাকা ১২) রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি। বর্ণিত সমস্যাদির কারণে এ দেশের তাঁত শিল্পীরা আজও পিছিয়ে আছে। যদি তাদের সত্যিকারের উন্নয়ন ঘটানো যেতো তাহলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পেত। কাজেই তাঁত শিল্প ও শিল্পীদের উন্নয়নের কতিপয় সুপরিশমালা উলেখ করা হল ঃ ০১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় তাঁত শিল্পীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ০২) সুতা, রং ইত্যাদি সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ০৩) বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪ জেলায় তাঁত বস্ত্রের হাট স্থাপন ০৪) তাঁত বস্ত্রের স্থায়ী মেলার ব্যবস্থা করা ০৫) উৎপাদিত পণ্য সরকারি

ব্যবস্থাপনায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ০৬) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ০৭) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাঁত শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ০৮) তাঁত/টেক্সটাইল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ০৯) দেশি পণ্য ব্যবহারের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ ১০) তাঁত শিল্পীদের কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন ১১) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ১২) রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণ ১৩) মহাজনি প্রভাব রহিতকরণ ১৪) সরকারিভাবে তাঁত সম্পৃক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এ ছাড়াও সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জন্য বিশেষভাবে তাঁত ব্যাংক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

আমাদের দেশের জনগণের দক্ষতা, সক্ষমতা বিচার বিবেচনান্তে দেখা যায় যে, তারা বস্ত্র শিল্পে তুলনামূলক বেশি দক্ষ। কাজেই সুপারিশমালার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বর্তমান সময়ের জোর দাবি। যদি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের তাঁত শিল্প ও শিল্পীদের মূল্যায়ন করা হয় তাহলে বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে না, বিশ্বদরবারে এ দেশের ভাবমূর্তি ক্রমাগত উজ্জ্বল হবে। ইংরেজ আমলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতির ক্রান্তিদশা দেখে বলেছিলেন ঃ

"পোহালে শর্বরী,

বণিকের মানদণ্ড-দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।"

বর্তমান সময় কবিগুরুর এ আপ্তবাক্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেখানো পথ ধরে তাঁত-শিল্পীদের যাবতীয় সুবিধাদি প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

তথ্যসূত্র ঃ

০১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে।

০২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও মুক্তির দিক চিহ্ন-লেখক মোঃ মেহেদী হাসান।

০৩. অর্থনীতি সমিতির সমীক্ষা প্রতিবেদন।

স্বাধীনতার সংগ্রাম

তন্বী
লিয়াজোঁ অফিসার, বেসিক সেন্টার-টাঙ্গাইল
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

আজ থেকে মোরা মুক্ত পাখি
নই কারো অধীন
২৫শে মার্চের শহীদের স্মরণে দেশকে
ঘোষণা করলাম স্বাধীন।

মোরা মানুষ, মোদের আছে মুক্ত হয়ে
বেঁচে থাকার অধিকার
সেই অধিকার ছিন্ন করতে চায়
ওই রক্তচোষা পাক হানাদার।

না না ছাড়বোনা মোরা
সোনার দেশের একটিও ধূলিকণা
ওদেরকে দেখিয়ে দেব
মোরা বাঙালিরাও কম না।

এটা মোদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ
এ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম
তাই নারী ছাত্র, পুলিশ, আনসার নিয়ে
মোরা যুদ্ধে নামলাম।

৩০ লক্ষ প্রাণ আর
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হল দেশ
বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে
দাঁড়াল মোদের এই বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

মোঃ সাহাবউদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি
বার্তাবো, কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)

যে নেতার জন্ম না হলে-
স্বাধীন হতনা এ দেশ।
যে নেতার জন্ম না হলে-
জুলুম-বৈষম্য হতনা শেষ।
সে নেতার ত্যাগের বিনিময়ে-
বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ।

যে নেতার জন্ম না হলে-
দেখা হতনা পতাকার মুখ।
যে নেতার জন্ম না হলে-
বুঝা হতনা স্বাধীনতার সুখ।
সে নেতার অভয় বাণীতে-
বাঙালি আশায় বেঁধেছে বুক।

যে নেতার জন্ম না হলে-
রাখা যেতনা ভাষার মান।
যে নেতার জন্ম না হলে-
বাঙলাকে বানাত শ্মশান।
সে নেতার জন্মশতবর্ষে-
এসো গাই সাম্যের গান।

মুজিববর্ষ

মোঃ আসাদুল ইসলাম
ইনস্ট্রাক্টর
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া,পাবনা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মবার্ষিকী আগামী ১৭ মার্চ। ইতোমধ্যে গত ১০ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে মুজিব বর্ষ উদযাপনের ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে।
১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের রোজনামচায় লিখেছিলেন, "আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট পল্লিতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই-বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট একটা উপহার দিয়ে থাকতো। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস। দেখে হাসলাম।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত বছরটিকে "মুজিববর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করার জন্য দুটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। একটি ১০২ সদস্যবিশিষ্ট জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্ব করবেন। আরেকটি ৬১ সদস্যের জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্ব করবেন।

ইতোমধ্যে সরকারের সব মন্ত্রণালয় মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ "মুজিব হান্ড্রেড" নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। ওয়েবসাইটটি হলো-(www.mujib100.gov.bd)।

২০২০ সালের ১৭ মার্চ বিকেলে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। ওই অনুষ্ঠানে একাধিক বিশ্বনেতা উপস্থিত থাকবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শত শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতসহ বাঙালির সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকবে। তুলে ধরা হবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কাজের দৃশ্যকল্প। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার হাতে শ্রদ্ধাস্মারক তুলে দেয়া হবে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিবেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের নেতাসহ কয়েকজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, ইউনেসকোর সাবেক মহাসচিব ইরিনা বুকোভা ও আরব লিগের সাবেক মহাসচিব আমর মুসা অংশ নিতে পারেন। আমন্ত্রণের তালিকায় থাকা আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, ভারতের কংগ্রেস পার্টির সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ প্রমুখ।

বিশ্বজুড়ে মুজিববর্ষ

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বজুড়ে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। ইউনেসকোর সদর দপ্তর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনেসকোর সাধারণ পরিষদের সভাপতি আলতে চেঙ্গিজারের সভাপতিত্বে এবং ইউনেসকো মহাপরিচালক অদ্রে আজুলে এবং বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের চেয়ারপারসনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্লেনারি সেশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে পাশ হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে ইউনেসকো যুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন আরও ব্যাপক পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর বাইরে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শহরেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বছর জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশ্বের নানা প্রান্তে সেমিনার ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্মৃতি জড়িয়ে আছে, এমন শহর ছাড়াও বাংলাদেশিরা বসবাস করেন প্রসিদ্ধ সেইসব শহরকে বেছে নেয়া হয়েছে। কলকাতা, দিল্লি, নিউইয়র্ক, লন্ডন, বার্লিন, টোকিওসহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সম্মেলন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১২ টি স্বল্পদৈর্ঘ্য, ১২টি তথ্যচিত্র এবং একটি ওয়েব সিরিজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর **অসমাপ্ত আত্মজীবনী** ও কারাগারের রোজনামচা দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে প্রকাশের জন্য খুব শীঘ্রই একটি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের একটি সংকলন বের করবে আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতা শহরেও শত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান, অনুষ্ঠান, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সেমিনার ছাড়াও নানা আয়োজনে সাজানো হবে বছরজুড়ে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষের আয়োজন।

মুজিবময় বাংলাদেশ

তানজিনা বিনতে করিম
একাদশ শ্রেণি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ

তুমি আছো বাংলাদেশের
সবার হৃদয় জুড়ে;
তুমি আছো জারি সারি
ভাটিয়ালির সুরে।

তুমি আছো বন-বনানী
বৃক্ষরাজির শাখায়;
তুমি আছো ফুলের বনে
প্রজাপতির পাখায়।

তুমি ছুটো জলে-স্থলে
চড়ে সাম্যের রথে;
সত্য-ন্যায়ের স্বাধীনতায়
মিছিল রাজপথে।

তুমি জাগো নতুন ভোরে
পাখ-পাখালির গানে;
তুমি আছো চাষির গোলায়
সোনা বরণ ধানে।

মুজিবময় বাংলাদেশে
নেইকো জুজুর ভয়;
প্রাণ খুলে আজ গাইছে মানুষ
জয় বাংলার জয়।

"মুজিববর্ষে আপনাকে অভিবাদন হে পিতা"

মোঃ গোলাম রব্বানী
উচ্চমান সহকারী, মার্কেটিং অনুবিভাগ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

জনতার শক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরের কাহিনীর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা সায়েরা খাতুন। বাবা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার (যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করেন)। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ৯ বছর বয়সে তথা ১৯২৯ সালে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি তাঁর চোখের জটিল রোগের সার্জারি করার কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের জন্য জীবনের ১৪টি বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় মুজিব তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকসহ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সংগ্রাম-আন্দোলন চালিয়ে গেছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী এই নেতা।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সম্মেলনে শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে তৎকালীন ছাত্র নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল প্রকাশিত নিউজউইক ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে "Poet of Politics" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ আ স ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। তাঁর ঐতিহাসিক অসাধারণ নেতৃত্বে ১৯৭১-এ আমরা পেলাম বাঙালি জাতির বহু প্রতীক্ষিত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার-আমাদের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান লাখো বাঙালির সমাবেশে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...।" এ শুধু ঘোষণা মাত্র নয়, নয় কিছু সাহসের উদ্ধত উচ্চারণ; এ যেন কোনো এক কবির অনবদ্য কবিতা, অধিকারবঞ্চিত দিশেহারা মানবতার মুক্তিসনদ। বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এক গণভাষণ। মুক্তিপাগল বাঙালি জাতিকে যা এনে দিয়েছিলো চিরআকাঙ্খিত স্বাধীনতার স্বাদ। সেদিন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এ ভাষণ। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর হামলা চালায়। ইতিহাসের বাঁক বদলে দেওয়া এক বজ্রকণ্ঠ সেদিন আমাদের জাগিয়ে দিয়েছিল। বাঙালি জাতির মনে গেঁথে দিয়েছিলো স্বাধিকারের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বোনার মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এ ভূখণ্ডের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক, পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতির উদ্ভবে যার ভূমিকা সর্বসাকুল্যে চিরস্মরণীয় তিনি আর কেউ নন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি অভিভাবকহীন হয়ে পড়লে তিনি বাংলাদেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। পিতা যেমন সন্তানকে আগলে রাখে তেমনি তিনি তার দিপ্ত মেধা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন বাঙালি জাতিকে। দিয়েছিলেন

মুক্তির ডাক। গড়েছেন সোনার বাংলা নামক একটি প্রান্তর, আর মায়ায় ভরা মানুষের জাতি বাঙালি জাতি। আর তাই তাকে বাঙালি জাতির পিতা বলা হয়। যুগে যুগে বঙ্গবন্ধুর মত মহামানবরৃন্দ সমৃদ্ধ করেছেন বিশ্বের ইতিহাস, এ রকম বক্তব্যে তাঁরা বদলে দিয়েছেন ইতিহাসের গতিপথ।

১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গ বক্তৃতায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন চলমান বিশ্ব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভূমিকাকে অবশ্যম্ভাবী উলেখ করে গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বদলে দেয়, নতুন পথে চলতে বাধ্য করে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিত্রবাহিনীর সেনাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তৃতায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের "উই উইল ফাইট ইন দ্য বিচেস" বিখ্যাত হয়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা হয়ে। অন্যদিকে ১৯৬৩ সালে "মার্চ অন ওয়াশিংটন" ভাষণে কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের অবিসংবাদিত নেতা মার্টিন লুথার কিংয়ের বলা "আই হ্যাভ অ ড্রিম" আমেরিকার মানবাধিকার আন্দোলনের গতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলো। কিন্তু এ সবই তুলনাহীন হয়ে যায় ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কাছে; যখন তিনি বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ...।" এবং তিনি তা করেও দেখান। এখানেই তিনি হয়ে যান অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রমী। দেশ-কাল-সীমানা পেরিয়ে হয়ে যান সব মানুষের নেতা। ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ দেশের স্বাধীনতার যে বীজ বুনে দিয়েছিলেন প্রতিটি বাঙালির মনে, তাঁর শুরুটা হয় মূলত ১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময়েই। ইংরেজ আর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও লুটপাটে বিপর্যস্ত বাঙালিকে কাছ থেকে দেখা বঙ্গবন্ধু এ জাতির মুক্তির স্বপ্ন লালন করতেন সবসময়। এ জন্যই তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং নিজের সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, '৬৬ এর ছয়দফা, '৬৯ এর গণআন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৭০ এর নির্বাচন এ সবই একই সূত্রে গাঁথা এবং এরই চূড়ান্ত প্রকাশ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সে ঐতিহাসিক ভাষণ। এখানেই তিনি স্পষ্ট করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো... তোমরা তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো...।" ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশের।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। মনোনিবেশ করেন দেশ পুনর্গঠনে। কিন্তু তিনি সে সুযোগ বেশি দিন পাননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু অশুভ ও বিপদগামী মানুষের হাতে নিহত হন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। দেশের বাইরে থাকায় ঘাতক চক্রের হাত থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশ ও জাতির জন্য এক দুর্ভাগ্য অধ্যায়। এরপর অবৈধ ক্ষমতা দখল। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে দেশের এগিয়ে যাওয়া। দেশের উন্নয়ন স্তব্ধ। তবে সবকিছু পেছনে ফেলে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাদার অব দা হিউমিনিটি, ভেক্সিন হিরো, দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। স্যাটেলাইট মহাকাশে। উন্নতির পথে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো।

১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুকে 'ফ্রেন্ড অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' বা 'বিশ্ব বন্ধু' হিসেবে আখ্যা দেন জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তুলে ধরা, বহুপাকিতাবাদকে এগিয়ে নেওয়াসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁর অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পররাষ্ট্রনীতি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' ধারণ করেই বাংলাদেশ বহুপাকিতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বসভায় পরিচিতি লাভ করেছিলেন। শিশুবান্ধব বঙ্গবন্ধু শিশুদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের ২২ জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) জারি করেন। এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে; সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা,

নির্যাতন, খারাপ কাজে লাগানো ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

২০২০ সালে ১৭ মার্চ পূর্ণ হবে মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম তারিখ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত 'মুজিববর্ষ' পালন করার ঘোষণা দেন উন্নয়নের রূপকার, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মাদার অব দা হিউমিনিটি, দেশরত্ন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ১০ জানুয়ারি আতশবাজি উৎসবের মাধ্যমে মুজিববর্ষের গণনা শুরু হয়েছে। ১৭ মার্চ মূল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বঙ্গবন্ধুর সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যক্তিত্বকে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন, 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' এবং হাতে হাত রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি গড়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ, জন্মশতবার্ষিকীর বিভিন্ন স্যুভেনির, স্মারক বক্তৃতা, কনসার্টসহ নানা আনন্দ আয়োজন ও স্বেচ্ছায় রক্তদানসহ সেবাধর্মী বিভিন্ন কর্মসূচি। সাজানো হবে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনা, সড়কদ্বীপ। এ আয়োজন নির্দিষ্ট কোন জাতি, বর্ণ, ধর্ম, দলের নয়, এ আয়োজন সমগ্র জাতির, সমগ্র বাঙালির, সমগ্র বিশ্বের সকল ধর্মের সব মানুষের। কেননা যার জন্য এ আয়োজন তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা, মানবতার জননী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। এ উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা, এ দেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবর্ষ ২০২০ সালকে তাই ঘোষণা করা হয়েছে মুজিববর্ষ হিসেবে।

"মুজিববর্ষে আপনাকে অভিবাদন হে পিতা"।

কী নাম দেব এ কবিতার?

মনজু আরা মীম
১০ম শ্রেণি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

তোমরা জান সে কোন নেতা?
যাঁকে সবাই ডাকে জাতির পিতা।
জানতে চাও, জানতে চাও তিনি কে?
জানতে চাও কী তাঁর পরিচয়?

বলব আমি এদেশে যাঁর সবচেয়ে বেশি অবদান
যার কল্যাণে এদেশে পদ্মা, যমুনা বহমান
তিনি তো তোমার আমার শেখ মুজিবুর রহমান
শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখা হয়েছিল এক অমর কাব্য
যে কাব্য সেদিন কাঁপিয়েছিল বিশ্ব
জানতে চাও, জানবে তুমি
জিজ্ঞাসা করবে, করবে জিজ্ঞাসা?

জানতে চাও তিনি কোন কবি
যার ত্যাগে বাংলার আকাশে উঠেছিল রবি?
রবি ঠাকুর নয়, নজরুল নয়, নয়তো শামসুর রহমান
বলব আমি চিৎকার করে, দিগন্ত কাঁপিয়ে
শেখ মুজিবুর রহমান

সে তো শেখ মুজিবুর রহমান।
যার কণ্ঠে ছিল তুমুল বজ্রধ্বনি
কে রুখে তাঁহার দুর্বার পদধ্বনি?
শাসকের দল ভয়ে মরে হলো সারা।
লাখো শহীদের বিনিময়ে স্বাধীন হলো দেশটি।
জানো ওটা কার মুখচ্ছবি?
যাঁকে দেখলে রক্তচোষারা শুরু করে হরিধ্বনি।
জানতে চাও তিনি কে? চির সজীবতার প্রতীক
বলব আমি আমার নেতা, তোমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।

যেথায় পড়ে তাঁহার পদধূলি
সেথায় ফলে ফল-ফসল আর শস্য রবি
জানতে চাও, জানবে তিনি কোন চাষি?
বলব আমি বঙ্গবন্ধু- শোন হে দেশবাসী।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা কালো মেঘ এসে হয়ে গেল কাল রাত
আচমকা তখন শুরু হলো ভীষণ বজ্রপাত।
বিকট শব্দে সবার কানে লেগে গেল যে তালা
জোয়ারের পানিতে ডুবে যায় প্রায় দেশটা।
কারণ ছিল-জোয়ারের সময় বাঁধ হয়ে গেছিল ফাঁটা
প্রতিরোধ চাই প্রতিকার চাই-এই সবার মনোবাঞ্ছনা
সব নিরাশা ব্যর্থ করে উঠল যখন ভানু
সবাই বলল উদ্যম ঝড়ে লাঙল কোদাল আনো

এখনো সে বাঁধ আছে যে জখম হয়ে
সারাতে সে বাঁধ কাজ করতে হবে আমাদের একসাথে
রোজই তো ভোরে উঠছে অরুণ
জেগে উঠো রে-হে দৃপ্ত তরুণ।
একসাথে যদি কাজ করি ভাই, হব মোরা বলীয়ান
তোমাদের প্রতি সহস্র অভাগীর এ করুণ আহবান।

লিখে গেলাম এক উদ্যম ইতিহাস
সব প্রশ্নের করে গেলাম প্রতিকার।
দায়িত্ব তোমার এ দেশটাকে গড়ে তোলার
শুধু প্রশ্ন একটা-
"কী নাম দেব এ কবিতার?"

বাঙলার বস্ত্রশিল্প

ভবতোষ হালদার
প্রাক্তন লিয়াজোঁ অফিসার
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

২০২০ খ্রিস্টাব্দ স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মের একশত বৎসর পূর্তির কাল। আমার এমনই বিশ্বাস যে, তাঁর অবিসংবাদিত নাম বাঙালির হৃদয়ে অবিনশ্বর। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার আপামর মানুষকে সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন খ্যাতকীর্ত এই মহান মানুষটিকে যেন সকলে নিত্যপাঠের মত স্মরণে রাখেন। তাঁর জন্য তাঁত বোর্ডের অনুরোধে বস্ত্র বিষয়ে এ লেখাটি তৈরি করেছি। বস্ত্রের কথা লিখতে গেলে এই কীর্তিমান দেশ নায়কের কথা লিখতে হবে।

কুমারখালীতে চাকুরি ব্যাপদেশে অনেক গুণী লোকের সাথে অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল। নানা বিষয়ে আলাপকালে অনুজতুল্য জনাব জিল্লুর রহমান বলেছিলেন, স্বাধীনতাত্তোর কালে সারা দেশের মত কুমারখালীর বহু মানুষ অর্ধাহার-অনাহারে দিন যাপন করতো। সেই খাদ্য সংকট নিরসনের জন্য তৎকালীন সংসদ সদস্য মরহুম গোলাম কিবরিয়া সাহেব বঙ্গবন্ধুর সাথে যথাযথ আলাপ করেও খাদ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হন। কিছুটা ক্ষোভ ও কিছুটা অভিমানে তিনি সুতা বোঝাই রেলগাড়ি স্টেশনে আটকে দেন। বঙ্গবন্ধু এ সংবাদ অবহিত হয়ে কুমারখালীর তাঁতিদের সুতার চালান দিয়েও পর্যাপ্ত খাদ্যেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অবশ্য উনিশশো চুয়াত্তর সালের ঈদ-উল-ফিতরের জামাতে নামাজ পরা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সেইঘনিষ্ঠ অনুচর সংসদ সদস্য জনাব গোলাম কিবরিয়া সাহেব আততায়ির হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

সেই সময়ে দেশে খাদ্য সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করলেও সুতা সংকট ঘটেনি। বরং ন্যায্য মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুতা পেয়ে তাঁতিরা বিপুল পরিমাণ কাপড় উৎপাদন করতে পারত। এবং সেকালে তাঁতিরা উৎপাদিত কাপড়ের পর্যাপ্ত মূল্য পেয়ে কৃষক সম্প্রদায়ের তুলনায় অতি সম্পন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কারণ এই যে, বঙ্গবন্ধুর স্বল্পকালীন দেশ পরিচালনাকালে তাঁর বদান্যতায় তাঁতি সম্প্রদায়ের জীবন ছিল স্বচ্ছল ও উঠতি ধনিক শ্রেণির পর্যায়ের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এ ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। তার বৃত্তান্ত প্রবন্ধের মাঝে উলেখ করা আছে।

শৈল্পিক শোভায় আদিম বিবসনার রূপের মোহকে অতিক্রম করে আধুনিক যুগে তন্তু'শিল্পের উৎকর্ষে মানুষ আপনাকে সাজিয়ে নিল। অথচ অপরাপর বিবর্তনের মত বস্ত্র বিবর্তনের উৎকর্ষের পথও সুদীর্ঘ। যা সহজ ও অনায়াস সাধ্য ছিলনা। আদিম স্তর থেকে আজকের প্রগতি পরিক্রমা পযন্ত মানুষের যত কঠিন ও প্রতিকূল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে-আজকের শিল্পরুচি সমৃদ্ধ পোশাকে উত্তীর্ণ হতে তেমনই প্রতিকূল পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

বিচিত্র পোশাক ও এর প্রযুক্তি ব্যবহারের যে চিত্র ইতিহাস ও প্রশ্ন পুস্তকে উৎকীর্ণ তার প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন কাল ও নানা সভ্যতার মাঝে প্রতিফলিত। সমাজের রীতি ও সংস্কৃতির মাঝে ঐ সকল পোশাকের বৈচিত্র্য ও বিতরণ নিহিত রয়েছে। বস্ত্র ও এর বয়নকৌশল এবং যে বস্তা দিয়ে এগুলি নির্মিত প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানের ফলে আমরা তা অবহিত হতে পারি।

বিংশ শতক থেকে এ বিষয়ের প্রতি ও গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে আদিমকালের বস্ত্র ও তার কাঁচামাল এবং বুণনকৌশল সম্বন্ধে আমরা সম্যকরূপে জানতে পাই। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উৎস থেকে বস্ত্র সম্পর্কিত সুসঙ্গত তথ্যাদি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

আদিম কালেও মানুষ তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য পরিবেশ-সমাজের বিবিধ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচ্ছদে ভূষিত হত। শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার অবস্থার নিরিখে পোষাক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করত। সে পর্যায়ে পশুচর্ম গাছের ছাল শুষ্কতৃণ কিংবা আঁশজাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে কাপড়ের বিকল্প আবরণ তৈরি করে শীত-গ্রীষ্মের চরম অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করত। আদিম পর্যায়ের কাপড় ব্যবহার বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদগণ এমনই প্রত্নচিহ্ন লাভ করেন।

প্রাগৈতিহাসে মনে করা হয়, দশ লাখ থেকে পাঁচ লাখ বছর আগে পোশাক ব্যবহারের এ রকম নমুনাই পাওয়া যায়।

প্রত্নবিদগণ মধ্যপ্রাচ্য অথবা চীনদেশের চরম শুষ্ক অঞ্চলে এ রকম সজীব বস্ত্রখাতের নমুনা পেয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশ কিংবা সাব-সাহারান অঞ্চলেও এমন ধরনের নমুনা পান। আর বাকি পৃথিবীতে প্রত্নবিদগণ বস্ত্রের যে সব নমুনা পেয়েছেন। তা প্রাগৈতিহাস কালের কি-নাএ নিয়ে তাদের সংশয় আছে। প্রত্নবিদগণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলের গুইয়েটারোরিও পর্বত গহ্বরে খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার বছর আগের শণ কিংবা ভেজিটেবলের আঁশ থেকে বুণনের কাপড় আবিস্কার করেন। তবে তারা নিশ্চিত নন যে সেগুলো ঐ কালের কি-না!

বাংলার শিল্পবস্ত্রর কথা উলেখ করতে হলে আগেই এর বস্ত্রশিল্পের কথা উলেখ করতে হবে।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীস্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, পেরিপাসের গ্রন্থে', আরব, চীন ও ইতালিয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের দুকূল খুব নরম ও সাদা; প্রদেশের দুকূল শ্যামবর্ণ এবং দেখিতে মণির মত পেলব; সুবর্ণকুড্যদেশের (কামরূপ) দুকূ'লের রং নবোদিত সূর্যের মতন। টীকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকূল বস্ত্র খুব সূক্ষ্ম, সৌমবস্ত্র। পত্রোর্ণ (জাত) বস্ত্র মগধ, সুবর্ণকুড্যক অর্থাৎ কামরূপ ও পুন্ড্র-দেশে উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণা = পত্রোর্ণ?) অমরকোষের মতে পত্রোর্ণ সাদা অথবা ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র; টীকাকার পরিস্কার বলিতেছেন, কীট বিশেষের জিহ্বা রস কোন কোন বৃক্ষপত্রকে এই ধরনের উর্ণায় রূপান্তরিত করে (পৃঃ ৩৫-৩৬ বাঙালির ইতিহাস, নীহার রঞ্জন রায়)

প্রাচীন বাংলায় শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হত। বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে' আনুপূর্বিকরূপে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্রেরও উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ। বঙ্গে ও পুন্ড্রে প্রাচীন কালে তাহা চার প্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,- দুকূল, পত্রোর্ণ, পৌম ও কার্পাসিক। প্রাচীন বাংলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বারবার উলেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানীর উলেখ পাওয়া যায় পেরিপাসের গ্রন্থে' (প্রাগুক্ত)।

তাহলে আমরা বুঝে নিতে পারি, অন্যান্য সভ্যতার মত বাংলাদেশেও প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ক্রমশঃ মোটা কাপড় থেকে শিল্পিত সূক্ষ্ম কাপড় উৎপন্ন হত।

বাংলাদেশের যে সকল স্থান পাহাড়ি কাঁকরময়, বেলে দোআঁশের ভূমি আছে সেখানে অধিক তুলা চাষের সম্ভাবনা ছিল। পূর্বে যে যে এলাকায় ব্যাপক ভাবে তুলা চাষ হত তার স্থান নাম দিয়ে তুলার উৎপত্তিস্থল নিরূপণ করা যায়। যেমন- কাপাসিয়া, কার্পাসডাঙ্গা। তবে হালে যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মাগুরাসহ আরও কতিপয় এলাকায় তুলা চাষ করা হয়। বাংলাদেশের তাঁতি ও কাপড়ের মিলগুলিতে সুতা তৈরির লক্ষ্যে প্রচুর পরিমাণ তুলার দরকার। তুলার উন্নতি ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড দেশব্যাপী তুলা চাষ ও সম্প্রসারণের কাজ করে। বাংলাদেশে কিঞ্চিত উৎপাদিত তুলা দিয়ে তার যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ভারত, পাকিস্তান, মিশর, রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা আমদানি করতে হয়।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে তুলার চাষ হত। তাতে বিপুল পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হত। তখন বিপুল পরিমাণ তন্যয় মোটা-মিহি এবং স্বল্প ও দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের তুলা সুলভ ছিল। প্রাকৃতিজ এ তুলার সাহায্যে সুতা তৈরি হত। হস্তচালিত তাঁতে পারদর্শিতা অনুসারে তাঁতিরা সাধারণ মানুষ ও বিত্তশালীদের ব্যবহারোপযোগী কাপড় তৈরি করত। বিচিত্র রঙে রঞ্জিত সে সমস্ত সুতা দিয়ে তাঁতিরা নানা রঙের চিত্তাকর্ষক কাপড় তৈরি করত। নানা শ্রেণির মানুষের জন্য তৈরি হত ধুতি ও শাড়ি। সে সকল ধুতি শাড়ি স্বল্প মূল্য থেকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হত। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, ঢাকা,

টাঙ্গাইল, দোহার প্রভৃতি অঞ্চলে বৈচিত্র্যময় কাপড় তৈরি হয়।

প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, প্রাচ্য থেকে দূরপ্রাচ্য, এশিয়া মাইনরসহ ইউরোপীয় দেশগুলিতে নানা প্রকার কাপড় রপ্তানি হত। মোটা বস্ত্র থেকে সূক্ষ্ম তন্তু বহুমূল্যের কাপড়ের ব্যবসা হত। তার বিনিময় ঐ সমস্ত দেশগুলি থেকে চিন্তার অতীত অর্থ আয় হত। বলা হয় বস্ত্র, স্বর্ণ ও মসলার জন্য ইরাক, আরব, ইংল্যান্ড- ও গ্রীস, ভারতবর্ষের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকত।

ঐ সকল দেশে এই ত্রিবিধ ব্যবসায় মুনাফার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা চলত। এ প্রতিযোগিতায় জিততে মাঝে মাঝে দেশগুলো পরস্পর তুমুল যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত। ইরানের মসুল বন্দর, মিশরের পোর্ট সৈয়দ ও এডেনে বন্দরসহ বহু সমুদ্র বন্দর থেকে ভারতীয় পণ্য খালাস করত। এ ব্যবসার জন্য ভারতীয় বণিকগণ ব্যবসায়িক কীর্তি অর্জন করেছিল।

বাংলা তথা ভারতবর্ষ হতে নানা দেশে বস্ত্র বাণিজ্যের বহু চিত্র নানা ইতিহাস পুস্তকে বর্ণিত। তার মাঝ থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হল:

'কালদীয় রাজ্যের অভ্যুদয়-এইরূপে ব্যাবিলনের সৌভাগ্যগর্ব, এইরূপে ফিনিসীয় বণিকবর্গের অসাধারণ বাণিজ্যোন্নতি: এইরূপে মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পুরাতন সম্রাজ্যেও অলৌকিক ঐশ্বর্যবিকাশ। প্রাচীন ইহুদী নরপতি সলোমন্ যে অলৌকিক ঐশ্বর্যজ্ঞাপক বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ইতিহাসে সুপরিচিত তাহা ভারতবর্ষ হইতেই অগ্নিমূল্যে ক্রীত।" (ফিরিস্তি বণিক, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-২৩ পৃঃ)

তৈরি পোশাকের মাধ্যমে বর্হিবাণিজ্য থেকে বাংলাদেশে একালেও বিপুল অর্থ আয় হয়। ঈর্ষণীয়ভাবে যা জাতীয় আয়ের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের মিল-কারখানায় বহুল পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদিত হয়। এ দিয়ে দেশের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রাও আহরিত।

দেশের নানা প্রান্তে প্রায় তিন কোটি তাঁতি সাধারণের বাস। তারা হাতে তাঁত চালিয়ে বস্ত্র উৎপাদন করে। জীবিকা নির্বাহের জন্য এটি তাদের একমাত্র উপায়। বংশানুক্রমে তাঁতি সাধারণ প্রযুক্তি নির্ভর এ রকম একটি পেশার মালিক। যে প্রযুক্তি বংশ পরম্পরায় তারা অর্জন করেছে। বহুদিন থেকে সেই প্রযুক্তি অর্জনের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীগণ নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। সেখান থেকে পাশ করে উঁচু বেতনে বিভিন্ন সুতাকল কিংবা টেক্সটাইল মিলগুলিতে মর্যাদা সম্পন্ন চাকুরিতে যোগদান করে। অথচ বংশানুক্রমিক শিক্ষায় দক্ষ তাঁতিগণ কাপড় বুনে ও বাজারজাত করেও স্বচ্ছল জীবন যাপনে ব্যর্থ।

সরকারি আনুকূল্যে তাঁতিদের উন্নয়নের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাতে তাদের জীবন-মানের তেমন কোন উন্নয়ন স্পষ্ট নয়। প্রকৃতই তাদের কাজের সহযোগিতার জন্য প্রণীত প্রকল্পসমূহ যথাযথ হয়নি বলে মনে হয়। বস্ত্রের প্রসার ও তাঁতি সাধারণের প্রকৃত উপকারার্থে যুৎসই প্রণোদনা দরকার। সে কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণীত হলে রুচিশীল তাঁতবস্ত্র তৈরি করা সম্ভব। তাতে-তাঁতিদের সমগ্র না হলেও নিদারুণ দীনদশা ঘুচতে পারে।

মসলিন কাপড়ের বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সেই লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রয়াস যে নেই-তা নয়। তবে সেই গর্বিত পণ্যের পুনরুত্থানের জন্য রাষ্ট্রেরই যাবতীয় দায় নিতে হবে। ঢাকার সেই বিস্ময়কর কমনীয় শিল্পটি বাংলাকে বিশ্বের মাঝে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। উঁচুমানের কার্পাস তুলার দীর্ঘ দৈর্ঘের আঁশের সাহায্যে বিকেলের নরম আলোয় হিন্দু ঘরের বিধবা যুবতীগণ অতি সূক্ষ্ম সুতা তৈরি করত। সেই কমনীয় সূক্ষ্ম সুতায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁতে বুনে এক একটি মসলিন শাড়ি তৈরি হত। সে মসলিনের বর্ণ বৈচিত্র্যে চোখ জুড়িয়ে যেত। সবুজ ঘাসের উপর শুকাতে দিলে ঘাসের সবুজে ও শাড়ির সবুজে মিলে যেত; যাতে তাদের আলাদা করে চিনবার উপায় থাকত না। ঘাসের রঙ থেকে সে মসলিন শাড়িকে পৃথক করা ছিল এক দুরূহ বিষয়।

ব্রিটিশ আমলে মসলিনকে কেন্দ্র করে ঢাকার বাণিজ্য রমরমা হয়ে উঠেছিল। এটি সোনার মত মূল্যবান সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হত। উৎপাদনের পর মসলিন কাপড়কে দৃষ্টিনন্দন করতে নানা প্রক্রিয়া পর বাজারে চালান করা হত। রাজা-বাদশার পরিবারে ব্যবহৃত হতো বলে এ বস্ত্র মহার্ঘ্যতম সামগ্রী হয়ে উঠতো। স্বর্ণমূল্যের কারণে অতিমূল্য অর্জনের

লোভে ব্যবসায়ীগণ এই বস্ত্রকে দেশীয় ব্যবসাক্ষেত্র থেকে বহির্বিশ্বের বাজারে ঠেলে নিয়ে যায়।

মূলতঃ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাই মসলিন কাপড় ব্রিটেনে চালান করে। জাহাজযোগে ব্রিটেনে পাঠাতে হলে মজবুত বাক্সের প্রয়োজন পড়তো। সে কারণেই মসলিন কাপড় নিরাপদ করে পাঠাতে পুরানো ঢাকায় সুতোর মিস্ত্রিদের কদর বেড়ে যায়, ওই বাক্স তৈরির জমজমাট ব্যবসা গড়ে ওঠে। পুরনো ঢাকায় একে কেন্দ্র করে এরূপ আরও অনেক ব্যবসার উদ্ভব হয়। মাছ কিংবা আমের বাজারের মত মসলিনের পাইকার দালাল যোগাযোগকারী খুচরা ব্যবসায়ীদেরও আগমন ঘটে। বাঙালি-ইংরেজের ভীড়ে পুরনো ঢাকার মসলিনের বাজার রীতিমত হৈ-হট্টগোলের বাজারে পরিণত হয়।

ওই সময়ে বাংলার তথা ভারতের বস্ত্র উৎপাদন-ব্যবসায় অচিরেই ধ্বস নামে। ব্রিটেনে আধুনিক তাঁতকল আবিষ্কার হলে সেখানে কাপড় তৈরির পরিমাণ দ্রুত হারে বেড়ে যায়। জানু ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ ভারতের কাপড়ের বাজার মূল্যের সাথে ব্রিটেনের কাপড়ের বাজার মূল্য তুলনা করে দেখল এর উৎপাদন খরচ অনেক কম। তাই ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ বিপুল মুনাফার স্বার্থে ও ভারতীয় বস্ত্রের বাজার ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় এবং ভারতের বাজারে কাপড় আমদানি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অল্পকালের মাঝে ব্রিটিশ বণিকরা ভারতে কাপড় আমদানির ব্যবসা শুরু করে। ব্রিটেনে উৎপাদিত সুতা-কাপড় আমদানি হলে ভারত তথা বাংলার কাপড় ব্যবসা আশংকাজনক হারে হ্রাস পায়। ফলে সেই প্রথম বাংলায় তাঁতিদের দুর্ভোগ নেমে আসে।

লোকশ্রুত যে, মসলিন উৎপাদন চিরতরে যাতে বন্ধ হয় তার জন্য মসলিন তাঁতিদের নির্যাতন করে বুড়ো আংগুল কেটে ফেলে। সত্য-মিথ্যা ইতিহাস জানে। তার ফলে বাংলার সেই অমূল্য সম্পদ মসলিন কাপড়ের উৎপাদন তখন থেকে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রিটিশদের আগমনে ভারতবর্ষে নানা ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়-তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। বিদেশি বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করতে ভারতীয়দের চরকা কেটে খাদি উৎপাদনের আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন গতি লাভ করে- একই সাথে তাঁতিদের বস্ত্র উৎপাদনেও গতিশীলতা আসে। এই সব আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠলেও তাদের অতি মুনাফার স্বার্থ ক্ষুন্ন না করে বস্ত্র আমদানি অব্যাহত রাখে। তার ফলে তাঁতিদের স্বচ্ছল জীবনে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। এই আর্থিক ক্ষতি জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

আগেই বলেছি, ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন- প্রাচীনকাল হতেই ভারতবর্ষ তথা বাংলার বস্ত্র ও ভারতে মসলা জন্মে এমন সব অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মসলা রপ্তানি করে চিন্তাতীত অর্থ আয় করতেন। প্রাচীন রাজা-বাদশাহের বিলাস-ব্যসন, রাজ্যের আর্থিক স্বাচ্ছলতা থেকে ঐ অর্থের পরিমাণ অনুমান করা যায়। ভারতের বস্ত্র ও মসলা ব্যবসার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এশিয়া মাইনরসহ ইউরোপীয় অঞ্চলে সদাই ধুন্ধুমার লড়াই লেগে থাকত। (ফিরিঙ্গি বণিক, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)।

কিংবদন্তী যে, মসলিন কাপড়ের নাম থেকে ইরানের বন্দরের নাম মসুল। এ রকম পশ্চিম উপকূলের বহু বন্দরে বস্ত্রসহ বিবিধ পণ্যের আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য ছিল।

কর্মসূত্রে অত্র প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলাম। মাঠ পর্যায়ে তাঁত সুতা ও কাপড় নিয়ে তাঁতিদের সাথে যোগাযোগ ছিল। অতি কাছ থেকে তাঁদের পেশার সমস্যা-সংকট প্রত্যক্ষ করেছি। কাপড় তৈরি করা ছাড়া অন্য কাজে তারা পটু নয়। অবশ্য তাঁতের কাজে সময় ব্যয় করে অন্যবিধ কাজে মনযোগ প্রদান ও পটুত্ব আয়ত্ব করার সময় তাদের জোটে না। তাই এ কাজেই তাদের জীবন কেটে যায়। তাদের জীবিকা যোগানের জন্য তাদের প্রয়োজন সুলভ মূল্যে সুতা পাওয়া ও তাঁতকে অনবরত সচল রাখা। আর এ জন্য দরকার পরিমিত আর্থিক সহযোগিতা।

সুতা সংকট নিরসনের জন্য ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হ্রাসমূল্যে তাঁতিদের মাঝে সুতা বরাদ্দের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যবস্থার ফলে তাঁতিদের জীবিকা নির্বাহে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সমাজের মাঝে তখন এমন একটি কথা ও ধারণা প্রচলিত ছিল যে, কৃষকদের আর্থ-সামাজিক স্বাবলম্বিতার চেয়ে তাঁতি সাধারণের সামগিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। বলতে গেলে কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি তখন চরমে উপনীত। অথচ তাঁতিরা খাদ্য-বাসস্থানে অবস্থাপন্ন পরিবারে স্থিতি লাভ করে।

এ সাফল্যের অব্যবহিত পর কি এক অজ্ঞাত কারণে এ প্রকল্পটি ছেটে ফেলা হয়। যার ফলে অন্ততপক্ষে তাঁতিদেও আর্থ-সামাজিক জীবনে ক্রমশঃ বিপর্যয় নেমে আসতে থাকে। এ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে আবার একটি প্রকল্প প্রণীত হয়। 'তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' নামে প্রণীত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ১৯৯৮ সালে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে। প্রান্তিক তাঁতিদের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ সুদে তাঁতের প্রকারভেদ অনুযায়ী তাঁত প্রতি দশ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পযন্ত চলতি মূলধন- ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। তাঁতিদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে ১৯৯৮ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁতি সাধারণের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ হিসাবে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে এই চলতি মূলধন প্রদান প্রকল্প অনুমোদন করেন। পরবর্তিতে আর্থিক চাহিদার নিরিখে সেই ঋণ প্রকল্পে হালনাগাদ চলতি মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ত্রিশ থেকে ততোধিক হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি মূলধন গ্রহণ করে প্রান্তিক তাঁতিদের জীবন-মানের উন্নতি ঘটেছে।

এই চলতি মূলধন প্রদানের সাথে পূর্বে প্রবর্তিত তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা-রং ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি দেওয়ার প্রকল্প প্রণীত ও বাস্তবায়ন হলে তিন কোটি তাঁতির আর্থিক জীবন-মানের অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ সম্ভব হতো। যে উন্নয়ন বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সাথে যুক্ত হয়ে দেশের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সেই খোকাটি

কৌশিক সাধক জিৎ
নবম শ্রেণি
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

১৭ ই মার্চ, ১৯২০ সাল
দিনটি ছিল বুধবার।
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপড়ায়
জন্ম হলো একটি খোকার ।

পিতা-মাতার অতি আদরের
ছিল সেই সন্তান
সকলে মিলে রাখলেন নাম
শেখ মুজিবুর রহমান ।

সে যে হবে দেশের নেতা
তা কে বুঝেছিল?
সে যে হবে জাতির পিতা
তা কে ভেবেছিল?

ধীরে ধীরে সেই শিশুটি
বড় হতে থাকে
সবুজ বাংলা তাঁর বুকেতে
স্বাধীনতা আঁকে।

মুখে মুখে গাইত সে
স্বাধীনতার জয় গান।
ধীরে ধীরে সে রেখেছে
আমাদের মুক্তিতে অবদান।
৫২-তে ভাষা আন্দোলন
৬৬-তে ছয় দফা
৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান
৭১- এ স্বাধীনতা।

সাক্ষী মানুষ, সাক্ষী পৃথিবী
সাক্ষী বিশ্ব-বিধাতা।
সেই খোকাটি যে আজ আমাদের
জাতির পিতা।

তাঁর কারণে বন্ধ হলো
পাক-বাহিনীর হামলা
তাঁর কণ্ঠে গাইবো সবাই
আমার সোনার বাংলা ।

তুমি হে মহান

মোঃ মেহেদী হাসান
ফিল্ড সুপারভাইজার
বেসিক সেন্টার-গৌরনদী, বরিশাল, বাতাঁবো

তুমি চির অমর- হে মহান নেতা
চির অম্লান
হবে না কভু বিলীন তোমার এত অবদান।

বাঙালি জাতিকে তুমি করেছ, মহান স্বাধীনতা দান।
তাইতো তুমি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।।

শততম জন্মবার্ষিকী তোমার, তাই
জাতি দিয়েছে 'মুজিববর্ষ' তার নাম
তোমার প্রতি রইল লাখো কোটি সালাম।।

১৯৭২ সালে তোমারই গৃহীত উদ্যোগের ফলে
১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে
গঠিত হয় বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড
যা তোমারই অবদান।

তোমারই জন্মশতবার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে
বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ডের সকল কর্মচারীগণে
স্মরণ করি তোমার নাম সবর্ক্ষণে।।

বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ

জান্নাতুন নাঈম ইমা
দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ

"মুজিব মানে মুক্ত স্বদেশ
বাংলা মায়ের হাসি
মুজিব মানে স্বাধীন বাংলা
আমরা ভালোবাসি"

মহাত্মা গান্ধীকে বাদ দিয়ে ভারতের, মাওসেতুংকে বাদ দিয়ে চীনের, হো চি মিনকে বাদ দিয়ে ভিয়েতনামের, জর্জ ওয়াশিংটনকে বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস যেমন লেখা যায় না তেমনি বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফসল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নামের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু নাম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাঁর নেতৃত্বেই জন্ম হয়েছে এদেশের। বাংলার মাটি ও মানুষ আজীবন বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়রা খাতুন। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে শেখ মুজিব তৃতীয়। তাঁর মা-বাবা তাঁকে খোকা বলে ডাকতেন। তাঁর শৈশব কাটে টুঙ্গিপাড়ার শান্ত স্নিগ্ধ পলি প্রান্তরে।

শিক্ষা জীবন

সাত বছর বয়সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরে তিনি স্থানীয় মিশনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে কলকাতায় তাঁর চোখে অপারেশন করা হয়। ফলে ৪ বছর তাঁর লেখাপড়া ব্যাহত হয়। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারী বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাশ করেন। তারপর তিনি ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ১৯৪৮ সালে ভর্তি হন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁর আইন পড়া হয়নি।

পারিবারিক জীবন ও বিবাহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১৯৩৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে বিবাহ করেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি পাঁচ সন্তানের জনক। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল।

রাজনৈতিক জীবন পরিচিতি

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ছাত্রজীবনেই তাঁর রাজনৈতিক হাতেখড়ি। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারী বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান সবার পক্ষ থেকে স্কুলের ছাদে পানি পড়া রোধ এবং ছাত্রাবাসের দাবি করেন। তাঁর জোরালো এবং চমৎকার বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা স্কুলের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। ১৯৪০ সালে বঙ্গবন্ধু নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন এবং এক

বছরের মধ্যে বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। এ বছরেই তিনি গোপালগঞ্জ ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি হন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে শেখ মুজিব যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর বহু আন্দোলন সংগ্রামে তিনি অংশ নিয়েছেন এবং অনেকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫২ সালে ভাষা সৈনিকদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে কারাগারে অনশন চালিয়ে গেছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালির মুক্তির জন্য ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এটি বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে খ্যাত। ৬ দফাকে কেন্দ্র করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মার্কিন কূটনীতিক অ্যার্চার ব্যান্ড তাঁর গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তানের "মুকুটহীন সম্রাট" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে রেসকোর্স ময়দানে স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ এই ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণ ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক নির্দেশনা; বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের শাশ্বত প্রেরণার উৎস ও প্রতীক। তাঁর এই ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়। দশ লক্ষ জনতার সামনে তাঁর ১৮ মিনিটের এই ভাষণে ঘুমন্ত বাঙালিকে যুদ্ধের জন্য জাগিয়েছিল।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতির দাবির কাছে পরাজিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় লাভ করেন। ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭ টি। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে বাঙালির জাতিকে মুক্তির বাণী শোনান। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এ মন্ত্র নিয়ে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে মুক্ত করে ছিনিয়ে আনে তাঁদের স্বাধীনতা। তাইতো কবি বলেছেন

"মুজিব মানে নয় পরাজয়
বিজয় নিশান হাতে
মুজিব মানে মুক্ত পাখি
দেশ জনতার সাথে"

বঙ্গবন্ধু কেন জাতির পিতা"

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে তার স্বাধীনতা এনে দেয়। প্রাচীন যুগ থেকে বাঙালির স্বাধীন আবাসভূমি গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলো। এজন্য তিতুমীর, হাজী শরিয়তুলাহ, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন প্রমুখ সংগ্রামী বীর বাঙালি বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সর্বশেষ পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসন শোষণের ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি আবর্তিত হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করেই এবং তিনিই ছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্ব জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা, তারই নামে চলেছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি জন্ম নেয়ার পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটি স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করা প্রয়োজন। সোনার বাংলাদেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিল্প, বাণিজ্য, দূষণমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে এদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে উন্নত দেশে স্বনির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যা ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে শুরু করেছি। নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্য আয়ের দেশে ও উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করা এবং স্বপ্নের পদ্মা সেতুকে বাস্তবে রূপ দেয়ার পেছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান অতুলনীয়।

বাংলাদেশের সামনে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ

গত শতাব্দীতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ কৃষি, চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। আমদানী, রপ্তানি, বিদ্যুৎ, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক-বীমা, বাণিজ্য, গড় আয়ু ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তৈল স্বল্প পরিমাণে হলেও খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে বিপুল পরিমাণে গ্যাস ও কয়লা। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তারপরও গত শতাব্দীতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সন্তোষজনক বলা যায় না। সুতরাং বর্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশের সামনে এসবই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয়ের সুষম বন্টন, জাতীয় প্রবৃদ্ধি, সার উৎপাদন, চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিস-আদালতে নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটার এর প্রচলন, টেলিযোগাযোগ আধুনিকীকরণ প্রভৃতি সকল সেক্টরে নিবিড় অগ্রগতি সাধন করতে হবে। তা না হলে একুশ শতকের বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমতালে চলতে পারবে না, পড়ে থাকবে সেই তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতেই গড়ে উঠেছে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দীর্ঘ ৬.১৫ কি.মি. পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় বিনামূল্যে বই বিতরণসহ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনা বেতনে এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশকে নিরক্ষতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও বিধবা, প্রতিবন্ধি এবং বয়স্কদের জন্য ভাতার সুযোগ করে দিয়ে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়, কলেজগুলোতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠ দান করে দেশকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অসহায়দের বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের সামনে বাংলাদেশকে স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

"নো কর্মট, নো কামলা
যে যার অতীত সামলা।
মুজিব এ প্রেম করে যে জন
সেই জন সেবিছে বাংলা।"

মুজিববর্ষ হলো বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ। বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছেন। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত এ বর্ষ উদযাপন করা হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন, দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মুজিববর্ষের অঙ্গীকার।

উপসংহারঃ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্র সে সুযোগ তাকে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর নাম ধ্রুবতারার মতো চিরস্থায়ী ও অম্লান। তাই তো কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনি-

" যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
তত দিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

শেখ মুজিবুর রহমান

তাঁতি মোঃ আলী
সভাপতি ৭ নং নলকা ইউনিয়ন
প্রাথমিক তাঁতি সমিতি

ইতিহাসের পাতায় দেখি এমন একটি নাম
সে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।
বজ্রকণ্ঠে দিয়েছিল স্বাধীনতার ডাক
বলেছিল বীর বাঙালি জাগরে এবার জাগ।
তাঁর ডাকেতে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করলো যাঁরা
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা তাঁরা।
যুদ্ধ করে এদেশ যাঁরা করেছে স্বাধীন
তাঁদের কাছে থাকবে জাতি ঋণী চিরদিন।
জীবন দিয়ে আনলো যাঁরা মহান স্বাধীনতা
আমরা কভু ভুলিবোনা তাঁদের স্মৃতি কথা।
লাল সবুজের ঐ পতাকা উড়াবো আকাশে
উৎসব আর আনন্দ করবো বিভিন্ন দিবসে।
স্বাধীনতায় পেয়েছি মোরা যাহার অবদান
তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
মুজিববর্ষে তোমার জন্য করি মোনাজাত
পরকালে আল্লাহ যেন দেয় সুখের জান্নাত।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"

ফারুক আহমেদ
লিয়াজোঁ অফিসার (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
বেসিক সেন্টার-ময়মনসিংহ

সময়টা ছিল ১৭ মার্চ, ১৯২০। টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুন দম্পতির ঘরে জন্ম নিল তাদের তৃতীয় সন্তান। দুই কন্যা সন্তানের পর বাবা মায়ের প্রথম ছেলে সন্তান। সেই ছেলেটির নামকরণ করেন তাঁর নানা। নাম রাখা হল "শেখ মুজিবুর রহমান"। শেখ মুজিবের বোনদের নাম- ফাতেমা বেগম, আছিয়া বেগম, হেলেন ও লাইলী। আর তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। পরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকা হতো 'খোকা' নামে। তাঁর ভাইবোন এবং গ্রামের অন্যান্য লোকেরা তাঁকে ডাকতো 'মিয়া ভাই' বলে।

তাঁর প্রথম স্কুল ছিল গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি ছিল তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া এক কিলোমিটার দূরে। একদিন বর্ষাকালে নৌকা উল্টে খালের পানিতেও পড়ে গিয়েছিলেন। বহু বাধা বিপত্তির পরেও তার পড়াশুনা বন্ধ হয়নি। বাবা তাঁকে নিয়ে গেলেন গোপালগঞ্জে নিজের কাছে। সেখানে তাঁকে ভর্তি করানো হয় গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। এখানে দেড়বছর পড়ার পর তিনি আক্রান্ত হলেন বেরিবেরি রোগে। সেই বেরিবেরি রোগ থেকেই তাঁর চোখে দেখা দেয় 'গ্লোকুমা'। পুত্রের এমন অবস্থায় পিতা লুৎফর রহমান অস্থির হয়ে পড়লেন। অনেকেই পরামর্শ দিলেন তাঁকে কলকাতা নিয়ে যেতে। কলকাতা ছিল বঙ্গদেশের রাজধানী। সেখানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ ডাঃ টি আহমেদ তার চোখের সার্জারি করেন। গ্লোকুমা থেকে সুস্থ্য হলেও ডাঃ তাঁকে বিশেষ চশমা ব্যবহারের জন্য দেন। গোপালগঞ্জে ফিরে এসে তিনি ভর্তি হলেন খ্রিষ্টানদের পরিচালিত মিশন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে।

১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে শেখ মুজিবের বিয়ে হয় ফজিলাতুন্নেসা ওরফে রেনুর সঙ্গে। ১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একত্রে গোপালগঞ্জে আসেন মিশন স্কুল পরিদর্শনে। তখন ছাত্রদের দাবি নিয়ে শেখ মুজিব একাই তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর একগুঁয়েমির জন্য প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক তাৎক্ষণিকভাবে ১২শ' টাকা মঞ্জুর করেন। সে বছর তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ফেডারেশন এ যোগদান করেন। গোপালগঞ্জ স্কুলে থাকাকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য তিনি সাত দিন কারাভোগ করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পিকেটিং এর সময় তিনি গ্রেফতার হন।

১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীর সাথে ভূখা মিছিলে নেতৃত্বদান কালে গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ এর জন্ম হলে কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি বৃহৎ অংশ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে কাটান। ১৯৬৮ সালে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাভোগ করেন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হন।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি ছিলেন জনগণের বন্ধু। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিটি যে কেবল তাঁর জন্যই যথাযথ ছিল তাঁর প্রমাণ পরবর্তী সময়ে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' নামেই সমধিক পরিচিতি পান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ডাকসুর ভিপি আ.স.ম. আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুর উপাধি দেন 'জাতির জনক'। ৭ মার্চ ১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির এক নতুন দিগন্ত সূচনার ঐতিহাসিক দিন। এ দিন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। তিনি বলেন "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, তবুও

এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআলাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ৭ মার্চের এই ভাষণে তিনি আগাম যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ কালরাতে গ্রেফতারের পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। "This is my last message to you, From today Bangladesh is Independent", তাঁর ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমগ্র বাঙালি জাতি। যুদ্ধ চলাকালীন দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানের করাচির মিওয়ালী কারাগারে বন্দি থাকার পর অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে পদার্পন করেন বাঙালির প্রাণের স্পন্দন কল্যাণকামী স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সভায়ও তিনি ছিলেন সমাদৃত। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে তিনি সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৭২ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মাননা 'জুলিও কুরী' পুরস্কার লাভ করেন।

বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম দিন ছিল ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। যার আঙ্গুলের ইশারায় কোটি মানুষ প্রাণ বাজি রেখেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মহামানবকে কতিপয় নরপিশাচ স্বপরিবারে হত্যা করে বাংলার মাটিকে কলঙ্কিত করে। তাঁকে মেরে ফেলে তার স্বপ্নকে অসম্পূর্ণ করার চেষ্টা বৃথা হয়েছে। কেননা তাঁর স্বপ্ন সারথিরা আজও জেগে আছে। তাঁর হৃদয়ে ছিল এ দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতি ভালবাসা। তিনি এ দেশের কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, কৃষক প্রতিটি পেশার মানুষকে ভালবাসতেন।

বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, মুজিবকে দেখেছি'। পরিশেষে বলতে হয় "যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা, গৌরি, যমুনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ আব্দুল জলিল
লিয়াজোঁ অফিসার (ভারঃ)
ভাংগা-ফরিদপুর,বাতাঁবো

আমরা কেউবা হিন্দু, কেউবা খ্রিষ্টান
আবার কেউবা হলাম মুসলমান
আসলে আমরা বাংলা মায়ের
সুযোগ্য সন্তান।

১৯৭১ এ পাক হানাদার বাহিনী
সোনার বাংলায় ঘটাইল অরাজক কাহিনী
কত বে-ইজ্জতি হইলো রমণী
ঘর-বাড়ি হইলো শ্মশান।

বাংলার এই দুঃসময়ে হুংকার দিয়ে-
বাঙালিদের পাশে দাঁড়ালেন সাহস নিয়ে-
বাংলা মায়ের এক দুঃসাহসী সন্তান
তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর আহবানে বাংলার দামাল ছেলের দল
যুদ্ধে যোগদান করলো, বুকে পেল বল।

রাজাকার ও আলবদরে করলো কত ছল
বললো তামাম এলাকা হয় মালাউনের দল
শেষে বের করলো মানুষ মারার কল
ত্রিশ লক্ষ গেলো প্রাণ।

দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ শেষে পেলাম স্বাধীনতা
সাক্ষী আছে আকাশ মাটি ইতিহাসের পাতা
শেখ মুজিব মোদের জাতির পিতা
তাঁর আদর্শে সবাই রাখবো দেশের মান।

বঙ্গমাতা

বঙ্গ ভূমির বঙ্গমাতা
বাংলা মায়ের কুল
বাংলাদেশকে করতে স্বাধীন
তুমিই ছিলে মূল।

বঙ্গবন্ধু দিলেন যেদিন
স্বাধীনতার ডাক
গর্ব ভরে বঙ্গমাতা
বাড়িয়ে দিলেন হাত।

বুদ্ধি দিয়ে চাল খাটিয়ে
করতে স্বাধীন দেশ
বঙ্গমাতা এনে দিলেন
সোনার বাংলাদেশ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
হৃদয় ছিল মহাসিন্ধু
শ্রেষ্ঠ অবদান
তাঁর ডাকেতে মুক্তিযোদ্ধা
রাখলো দেশের মান।
পাকিস্তানের কারাগারে
বন্দি ছিলেন একাত্তরে-
জাগলো নওজোয়ান
জীবন দিয়ে লাল-সবুজে-
গাইলো দেশের গান।

সাতই মার্চের মহান বাণী
স্বাধীনতার স্বপ্ন আনি-
গড়লো স্বাধীন দেশ
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর
সোনার বাংলাদেশ।

মোঃ আমানুল ইসলাম জলিল
সভাপতি
৩নং বোররচরা ইউনিয়ন প্রাথমিক
তাঁতি সমিতি, সদর, ময়মনসিংহ

বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষার ইতিকথা

মো: সাইফুল হক
ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম একটি। গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের দক্ষ জনবল তৈরির ক্ষেত্রে অন্যান্য কারিগরি শিক্ষার মত বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষাও ছিল অবহেলিত। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের প্রয়োজন অনুধাবনে ১৯২১ সালে ঢাকার নারিন্দায় প্রতিষ্ঠা করা হয় উইভিং স্কুল।

বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে এদেশে বিদ্যমান রয়েছে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্স এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল কোর্স। এছাড়া সম্প্রতি কিছু বিশ্ববিদালয়ে এমএসসি-ইন-টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়েছে।

১৯৫০ সালে বর্তমান বুটেক্সকে উইভিং স্কুল থেকে উন্নীত করে সেখানে টেক্সটাইল বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে এই শিল্পের আধুনিকায়নের গোড়াপত্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১৯৭৮ সালে কলেজে রূপান্তর করে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়।

এদিকে বস্ত্র পরিদপ্তরের অধীন সরকারি ইনস্টিটিউটে সার্টিফিকেট কোর্স চালু থাকলেও দেশের তৎসময়ের ডিপ্লোমা-প্রদানকারী উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে বিএসসিতে রূপান্তরিত করায় বাংলাদেশে কোন ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট না থাকার কারণে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার ক্ষেত্রে ফ্লোর ও মিড লেভেলের জনবলের জন্য ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্সের জনবল জরুরি হয়ে পড়ে।

সেই বিবেচনায় কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল ডিপ্লোমা বাস্তবায়নের "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" এর দাবির মুখে সরকার ১৯৯১ সালে ০৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে বস্ত্র পরিদপ্তর থেকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে সার্টিফিকেট ইন-টেক্সটাইল কোর্সে রূপান্তরিত করে। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল দাবি পূরণ না হওয়ায় একটি প্রকল্প এর মাধ্যমে ০৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়। এর পিছনে তৎসময়ের বস্ত্র পরিদপ্তরের পরিচালক মেজর আকতারুজ্জামান স্যারের ভূমিকা স্মরণীয়।

বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়ন বিকাশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্ত বর্তমান সরকার কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন'২০১০ পাশ করা হয়। যার ফলে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে টেক্সটাইল প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এদেশে বস্ত্র শিক্ষা ও বস্ত্র প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মূলত Yarn Manufacturing, Fabric manufacturing, Wet Processing, Garments Manufacturing এ সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ শিক্ষার প্রসার ঘটানোর নিমিত্ত Textile Fashion & Design, Fiber & Polymer Science, Manmade Fiber Production, Textile m/c Maintenance, Production Engineering ও Technical Textile-সহ নতুন নতুন কোর্স বেশি বেশি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার বস্ত্র খাতকে সুরক্ষার নিমিত্ত বস্ত্রনীতি-২০১৭ ও বস্ত্র আইন-২০১৮ প্রণয়ন করেছেন। বস্ত্র পরিদপ্তরকে বস্ত্র অধিদপ্তরে রূপান্তর করেছেন। মসলিনের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত যুগোপযোগী শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একইসাথে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে নতুন নতুন Product development Technology & Process Development একান্ত জরুরি। এছাড়া প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁত শিল্পকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ১০০০ হতে ২০০০ তাঁতকে একটি ইউনিট ধরে এর সকল ধরনের কারিগরি সেবা প্রদানের নিমিত্ত Technical Support Unit স্থাপন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত বস্ত্র প্রকৌশলী ও গবেষণার নিমিত্ত সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। অবশেষে আমরা মুজিববর্ষে অঙ্গিকার করি-

"আমার বস্ত্র আমার দেশ
বঙ্গবন্ধুর প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ"।

বরণ

মাহফুজ হাসান সাকিব
'ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল'
পর্ব: ৬ষ্ঠ (A)
বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদী

নেইকো আর পৃথিবীর বুকে
এমন কোনো জাতি।
যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে
মরণ করেছে সাথী।
জেল- জরিমানা করেনিকো ভয়,
ভয় করেনি গুলি।

অকুতোভয় সংগ্রামী জাতি,
নাম তাঁর বাঙালি।
একুশ যাদের রক্তে কেনা
একুশ যাদের ঘাঁটি
যাদের রক্তস্নানে হয়েছে পূত
এই বাংলার মাটি।

জানাই তাদের লাখো সালাম
একুশে করি স্মরণ
একুশ এলেই পুষ্পস্তবকে
করে যাই আজো বরণ।
খোদার তরে তাদের জন্য
করে যাই মোনাজাত।
খোদা যেন পরকালে
করে তাদের নাজাত।

প্রিয় স্বাধীনতা

আবুল বাছেদ
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
প্রিয় স্বাধীনতা,
বড্ড প্রয়োজন ছিল তোমার
শাসকের অত্যাচার বিষিয়ে তোলে প্রাণ!
তোমার তরে তাই লক্ষ প্রাণের আত্মদান
লুণ্ঠিত হয়েছে কত মা-বোনের সম্মান!

প্রিয় স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার আনন্দাশ্রু মুছে যাবার আগেই
ঘাতকের আঘাতে নিভে গেল সকল আশার বাতি!
বিষাদের বানে ডুবে যায় দেশ
বুঝি আর শেষ হলোনা এইনা দুঃখের রাতি!

প্রিয় স্বাধীনতা,
অনেক বেশি বিষাদ লাগে তোমায়
মুজিববিহীন বাঙলা যেন নিষ্প্রাণ বিরাণ ভূমি!
জীবনের মানে পাইনা খুঁজে
অকৃতজ্ঞতার ছোঁয়ায় জড়িয়ে যাই আমি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

সজীব চাকমা
সভাপতি
রাঙ্গামাটি পৌরসভা ৬ নং ওয়ার্ড
প্রাথমিক তাঁতি সমিতি

তুমি জন্মেছ বলে, হে মহান নেতা
মুক্ত আলো, মুক্ত বাতাস বলছি যত কথা।
তুমি জন্মেছ বলে হে মহান নেতা
পেয়েছি মোরা সোনায় মোড়ানো অপরূপ সোনার বাংলা।
তুমি জন্মেছ বলে, হে মহান নেতা
এগুতে পারছি মোরা, ছিন্ন করে সকল বাঁধা।
পরাধীনতা পেরিয়ে পেয়েছি স্বাধীনতা।
হে মহান নেতা আজ হয়তো তুমি নেই
হয়তো তোমার বজ্র কণ্ঠ ভরা নেতৃত্ব নেই
আছে তোমার স্বপ্ন , আশা, কঠোর সংগ্রাম ও নেতৃত্ব।
হে নেতা-বাজে কানে নিয়ত
তোমার সেই হার না মানা বজ্র কণ্ঠ ভরা ভাষণ যত।
রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো
তবু এই দেশের মানুষকে মুক্ত করবো
কিংবা এই সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।
কি আশ্চর্য্য সব সত্যি কথা!
এই যেন কথা নয় কবিতা।
তুমি জন্মেছ বলে, হে মহান নেতা
ধন্য হয়েছি ধন্য মোরা
ভুলতে পারবোনা কখনও তোমার কথা
তুমি যে মোদের জাতির পিতা।

শ্লোগান

জাকারিয়া হোসাইন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

তাঁতের তৈরি লুঙ্গি
শেখ মুজিবের সঙ্গী।

জাগো তাঁতি গড়ো দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর জয়গান
তাঁত বোর্ডের অবদান
মসলিনের পুনঃউত্থান।

ফটো গ্যালারী-১

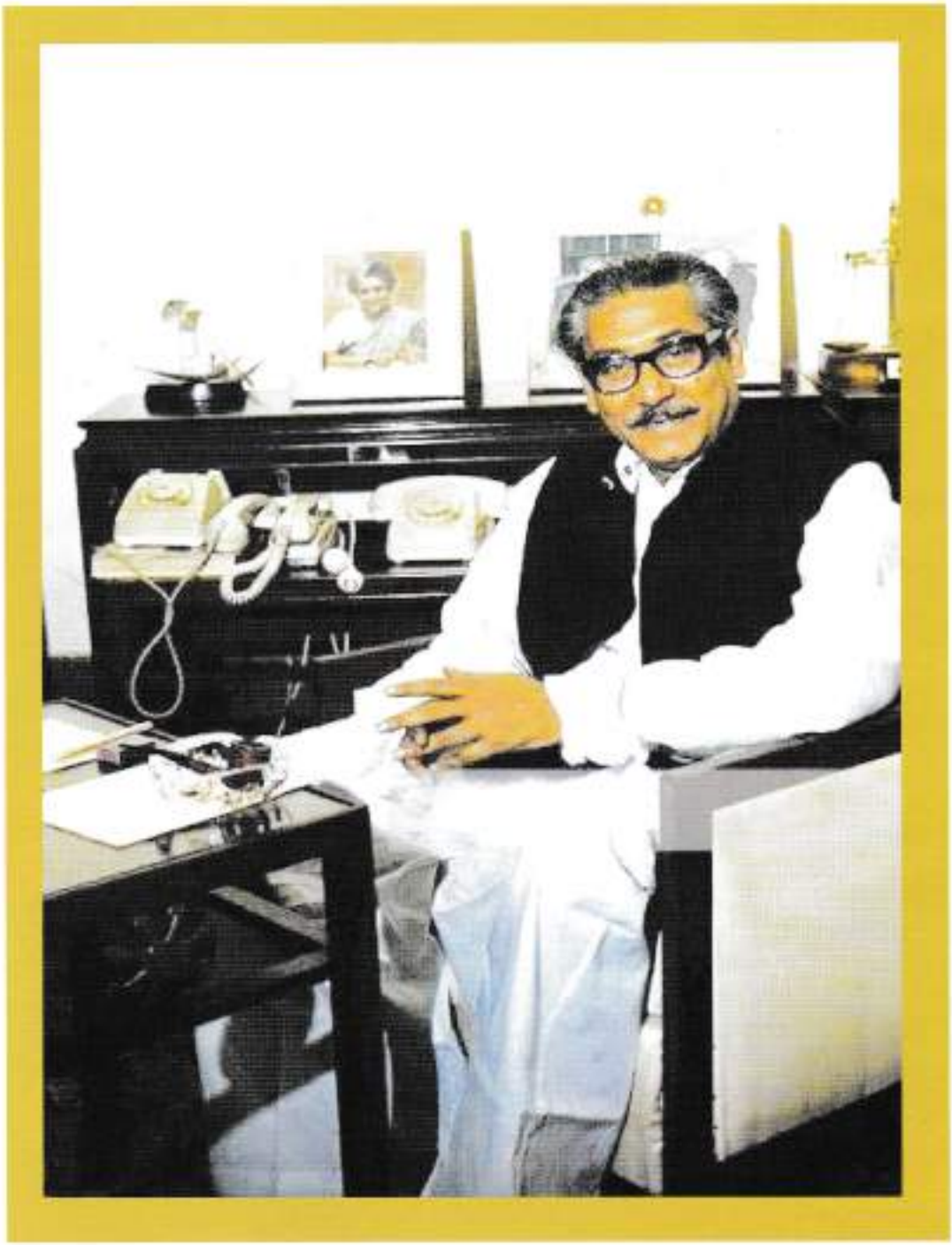

1

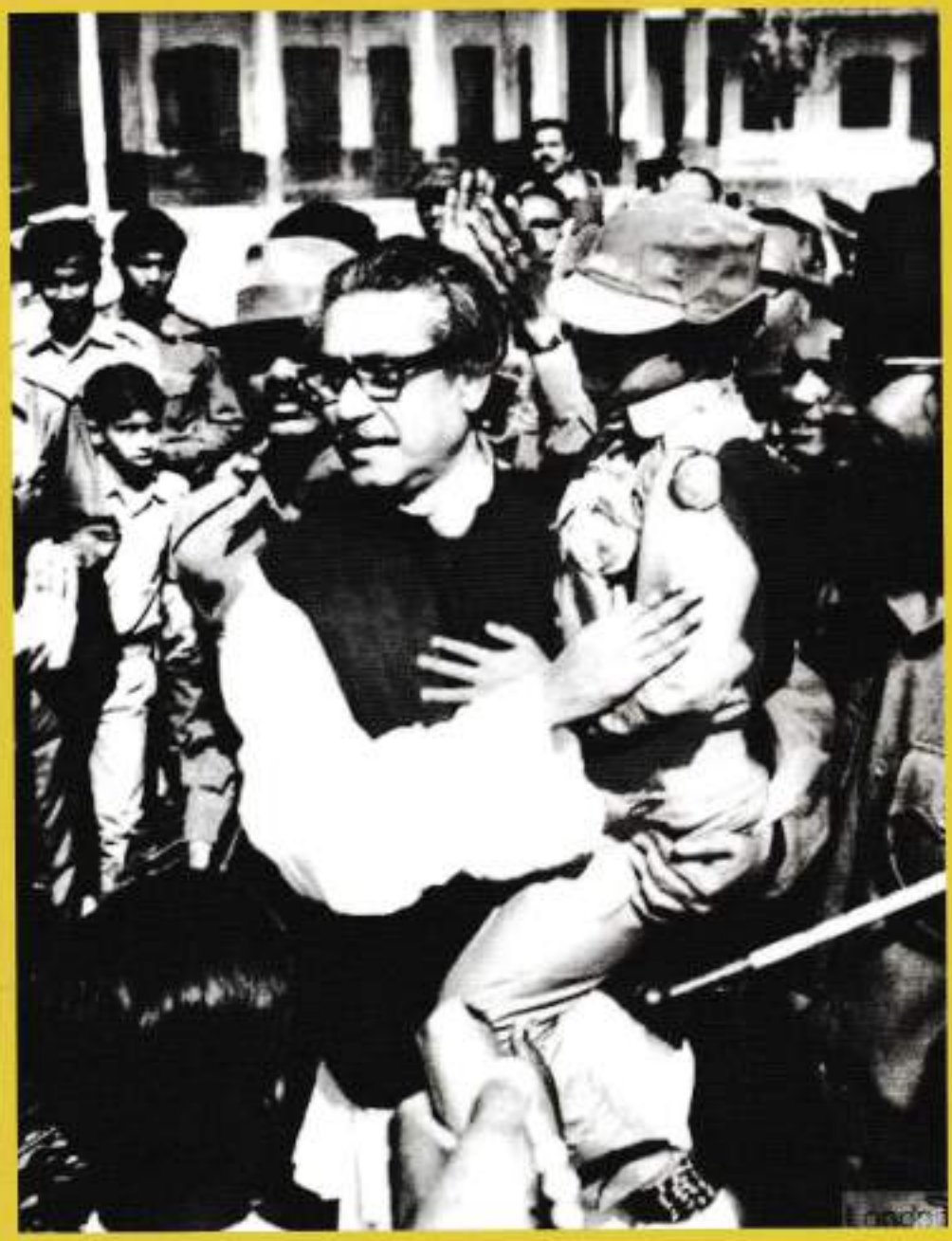

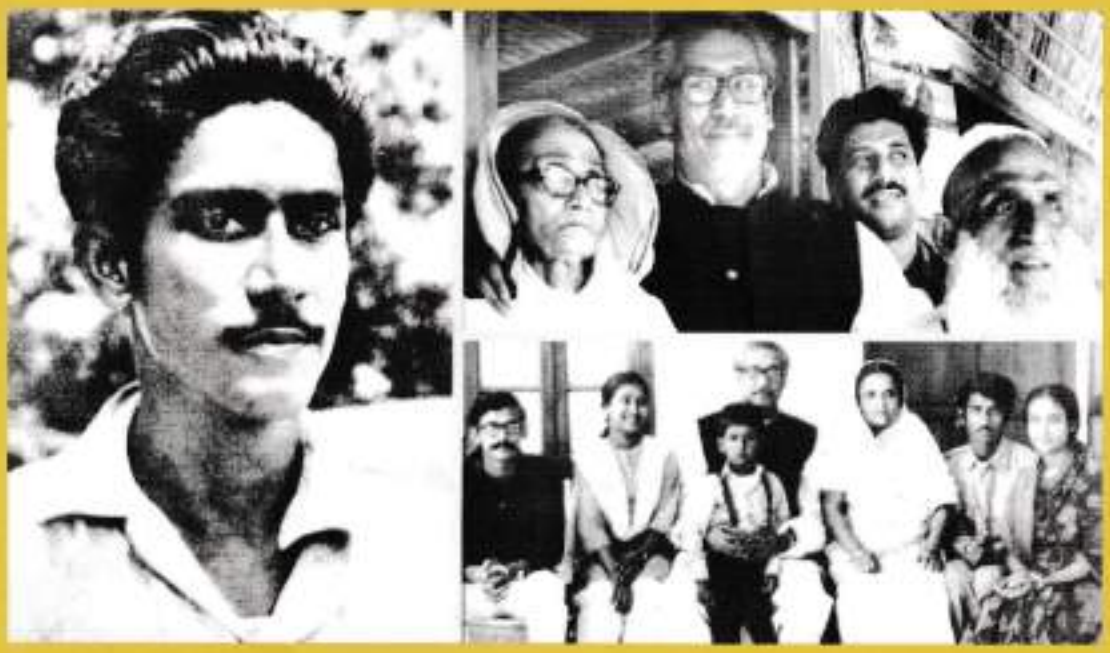

ফটো গ্যালারী-২

জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বস্ত্র শিল্পে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ

জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলার শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলা পরিদর্শন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলা পরিদর্শন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মসলিন শাড়ি উপহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলা পরিদর্শন

মুজিববর্ষ-২০২০ খ্রি: উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ২০২০ সালের ক্যালেন্ডার এর মোড়ক উন্মোচন

ভারত-বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প ফোরামের প্রথম সভা

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মহোদয়কে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিব শতবর্ষের স্মারক কোট পিন পরিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম।

"জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে স্টলের সৌন্দর্য ও দর্শক আকর্ষণের দিক থেকে ২য় স্থান লাভ করায় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এঁর পুরস্কার গ্রহণ।

"জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষ্যে বস্ত্রখাতের সকল অংশীজনের সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

"জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মসলিন বিশেষজ্ঞ কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ শাহ আলম এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়য়ে মসলিন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন।

সুদক্ষ কারিগরের হাতে মসলিন শাড়ি বুনন

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক "জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলায় মসলিনের স্টল পরিদর্শন।

"জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯" উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বস্ত্র মেলায় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের স্টলের সম্মুখে বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে "পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর" কর্মসূচির আলোকে দিনব্যাপী বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয়ের সকল স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা কর্মসূচি পালন করা হয়।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে "পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর" কর্মসূচির আলোকে দিনব্যাপী বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয়ের সকল স্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাতীবোর মেডিকেল শাখা কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ে Pre-diabetic Screening Test (Random Blood Sugar Estimation Test) Routine Blood Pressure Monitoring কর্মসূচি আয়োজন।।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড অফিসার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বনভোজন-২০২০ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান ।

বিজ্ঞাপন

"তাঁতের শাড়ি পরতে আরাম
টেকসই ও নয়নাভিরাম"

মিরপুর বেনারসি তাঁতিদের পক্ষ থেকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকার ঘোষিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি–

মুজিববর্ষে
সবাইকে
শুভেচ্ছা

মিরপুর ২, ৩ ও ৫ নং বেনারসি প্রাথমিক তাঁতি সমিতি
মিরপুর, ঢাকা।

united we achieve | UCB

Tap to pay with UCB card

THE FIRST-EVER CONTACTLESS PAYMENT IN BANGLADESH

Congratulations to all in Mujib Borsho

Welcome to the world of contactless payments. Your UCB Platinum card is a contactless card and it carries a contactless symbol on it.
Simply tap your card in front of the card machine at the sales counter and you're on your way!

Just tap to pay

Look
for the contactless symbol at checkout

Tap
your card on the card machine

Go
when it beeps or green light blinks

United Commercial Bank Limited www.ucb.com.bd

*T & C Apply

বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

মাধবদী, নরসিংদী।

মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

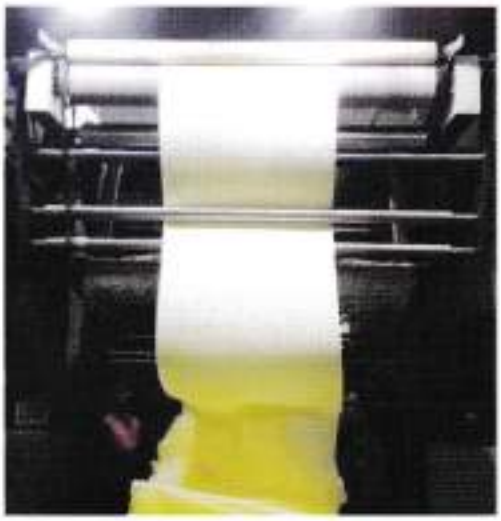

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নরসিংদী জেলার মাধবদীতে অবস্থিত বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি) হতে তাঁতী/পার্টিদের তাদের চাহিদা মোতাবেক স্বল্প মূল্যে নিম্নরুপ সার্ভিস প্রদান করা হয়।

কেন্দ্র হতে প্রদত্ত সেবা সমূহঃ (ক) জিগার ধোলাই ও রংকরণ (খ) জেট ধোলাই ও রংকরণ (গ) হাইড্রো-এক্সট্রাক্টিং (ঘ) স্টেন্টার ফিনিশিং (ঙ) ছাপাকরণ (চ) ক্যালেন্ডারিং (ছ) সিঞ্জিংকরণ। এছাড়াও বিএমআরইকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক মেশিনারীজ স্থাপনপূর্বক বর্ণিত সার্ভিস সূমহ ছাড়া- (ক) রোটারী প্রিন্টিং

(খ) মারসেরাইজিং (গ) ওয়াসিং (ঘ) লুপস্টিমার (ঙ) ফেল্টক্যালেন্ডারিং সেবা প্রদান করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা- মোঃ হুমায়ুন শেখ,সহকারী মহাব্যবস্থাপক (দাঃ প্রাঃ)
সিপিসি, মাধবদী,নরসিংদী। মুঠোফোন: ০১৮৪৮৩৮৯৬০২

রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফরেন রেমিট্যান্স আনুন
এবং
সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা গ্রহণ করুন

২%
রেমিটেন্স প্রণোদনা
নগদ অর্থ প্রদান

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

মুজিববর্ষে
সবাইকে
শুভেচ্ছা

উৎপাদনই শক্তি

টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার(টিএফসি)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

শাহজাদপুর , সিরাজগঞ্জ। ফোন ঃ- ০৭২৫-৭৬৪৫০৮

উদ্দেশ্য ঃ

১। তাঁতশিল্পী/তাঁতিদের বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ও রাসায়নিক সেবা প্রদান।
২। আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির সাথে তাঁতশিল্পী/তাঁতিদের পরিচয় করানো।

সেবাসমূহ ঃ

১। বয়নপূর্ব সেবা	২। বয়ন পরবর্তী সেবা
(ক) সুতা টুইষ্টিং	(ক) কাপড় ক্যালেন্ডারিং
(খ) সুতা মার্সেরাইজিং	(খ) কাপড় ডায়িং/রংকরন
(গ) সুতা রংকরন/ডায়িং	(গ) কাপড় ওয়াশিং
	(ঘ) কাপড় স্টেন্টারিং
	(ঙ) কাপড় প্রিন্টিং
******* তাঁতের কাপড় পরিধান করুন ****	**** দেশের টাকা দেশে রাখুন *******

উৎপাদনই শক্তি --১২

টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার(টিএফসি)--২২

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড--২০

শাহজাদপুর , সিরাজগঞ্জ। ফোন ঃ- ০৭২৫-৭৬৪৫০৮ --১৪

উদ্দেশ্য ঃ --১৮

১। তাঁতশিল্পী/তাঁতিদের বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ও রাসায়নিক সেবা প্রদান। --১৪
২। আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির সাথে তাঁতশিল্পী/তাঁতিদের পরিচয় করানো। --১৪

সেবাসমূহ ঃ --১৮

১। বয়নপূর্ব সেবা					২। বয়ন পরবর্তী সেবা --১৮
(ক) সুতা টুইষ্টিং		স	বু		(ক) কাপড় ক্যালেন্ডারিং --১৬
(খ) সুতা মার্সেরাইজিং	স	বু	জ	জ	(খ) কাপড় ডায়িং/রংকরন
(গ) সুতা রংকরন/ডায়িং		লা	ল		(গ) কাপড় ওয়াশিং
	স	বু	জ	জ	(ঘ) কাপড় স্টেন্টারিং
		স	বু		(ঙ) কাপড় প্রিন্টিং
******** তাঁতের কাপড় পরিধান করুন ****					**** দেশের টাকা দেশে রাখুন ******* --১৪

মুজিববর্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ তাঁতশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

(বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়)
সাহেপ্রতাপ,নরসিংদী ।

মুজিববর্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদী পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা-

অত্র প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১। বুণন ও বাজারজাতকরণ
২। এস এ তাঁতে বুণন
৩। সুতা রংকরণ
৪। টাই এন্ড ডাই
৫। স্ক্রীন প্রিন্টিং
৬। ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং

একাডেমিক কার্যক্রম

০৪ (চার) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং -বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অধিভুক্ত
যোগ্যতাঃ এসএসসি/সমমান পাশ
০৪(চার) বছর মেয়াদী বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং -বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত
যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ উত্তীর্ণ ।

(মোঃ মতিয়ার রহমান)
অধ্যক্ষ
বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদী

DevTech BANGLADESH Associates

BANGLADESH DevTech Associates is specialized in hand weaving using Organic Cotton Yarn and 100% Cotton Yarn.Unique, aristocratic & exclusive dresses for men and women are making & exporting to Asia and Europe, using hand loom Fabric.

We are focused on fair trade and environmental preservation. Our mission is to reduction of poverty through sustainable skills development within the communities of Bangladesh.

Office Address:
Holding 1093, Khilbarir Tak
House No.-05, Road No.-02, Block-A/1,
Khilbarir Tak, Bhatara, Dhaka -1212
Bangladesh.

Contact Person:
Patriar Jonson Gomes
Mobile: +880 1716854068
e-mail: devtech.gomes@gmail.com

Congratulations to all in Mujib Borsho

মেসার্স বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম কর্ণার

এখানে উন্নতমানের দেশী শড়ি, লুঙ্গি এবং যাকাতের শাড়ি, লুঙ্গি ন্যায্যমূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

প্রোপ্রাইটার-মোঃ হাসান আলী

মুজিববর্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা

মোবাইল: ০১৭১১-১২৩১০৪৭
দোকান নং ২/৩৫, ইস্টার্ন মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্স
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল: ০১৯৬১৯৮৬৪৪০

দোকান নং- ২০১, টোকিও স্কয়ার জাপান গার্ডেন সিটি
রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল: ০১৬৮৪৪৫১৯০৩, ০১৮৫৫৮৭৭১৭৩

"বিশ্বজুড়ে তাঁতবস্ত্রের রয়েছে দারুন খ্যাতি
তাঁতবস্ত্রের গুণে আমরা গর্বিত এক জাতি"

দেশের তাঁতি সমাজের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকার ঘোষিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি-

মোঃ মনোয়ার হোসেন
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতি সমিতি, ঢাকা।

মুজিববর্ষে
সবাইকে
শুভেচ্ছা

"তাঁতের কাপড় পরিধান করুন
দেশের টাকা দেশে রাখুন"

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.bhb.gov.bd